জ্ঞান না থাকার কারণে চাঁদা বিষয়ে সংঘঠিত গুনাহ সমূহের সনাক্তকারী কিতাব

চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

(BANGLA)

chanday k baray mai sawal jawab

অনেক ঐ সকল মাসয়ালার বর্ণনা যেগুলো জানা মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ সহ চাঁদা সংগ্রহকারীদের জন্য ফরয।

দান বাক্স

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِن شاءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

জ্ঞান না থাকার কারণে চাঁদা বিষয়ে সংঘঠিত
গুনাহ সমূহের সনাক্তকারী কিতাব

চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

লিখক:

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুল মদীনা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ؕ

হালাল ও হারামের মাসয়ালা শিখা ফরয

রহমতে দো'আলম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম, নবীয়ে মুহতাশাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে কেউ **আল্লাহ্ তা'আলার** ফরয (বিধানাবলী) সম্পর্কিত একটি বা দুইটি বা তিনটি বা চারটি অথবা পাঁচটি বাক্য শিখল এবং তা ভাল ভাবে মুখস্থ করে নিল, অতঃপর লোকদেরকে (তা) শিক্ষা দিল, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা)**

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেছেন: প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সময়কার বিদ্যমান প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে মাসয়ালা শিখা ফরযে আঈন। আর এরই মধ্যে হালাল ও হারামের মাসয়ালাগুলো অন্তর্ভূক্ত, কেননা প্রতিটা মানুষ এর মুখাপেক্ষী। (বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬২৩-৬৩০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ধর্মীয় এবং জনহিতকর কাজগুলো অধিকাংশই চাঁদার উপর নির্ভরশীল। যেকোন ভাবে তো চাঁদা আদায় করে নেয়া যায় কিন্তু ইলমে দ্বীন কম থাকার কারণে আমাদের একটি বিরাট অংশ এমন রয়েছে যারা এর ব্যবহারে শরয়ী ভাবে ভুল করে গুনাহগার হয়ে যায়। চাঁদা উসূল কারীদের জন্য চাঁদার প্রয়োজনীয় মাসয়ালা শিখা ফরয।

তাই নেকী অর্জনের এবং মুসলমানদের গুনাহ থেকে বাঁচানোর পবিত্র উদ্দেশ্যে সাওয়াবের নিয়্যতে চাঁদার ব্যাপারে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত করে উপস্থাপণ করার ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি। **আল্লাহ্ তা'আলা দা'ওয়াতে ইসলামী**র "মজলিশে ইফতা" ও "মজলিশে আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ" এর ওলামায়ে কেরামদের মহান প্রতিদান দান করুন যে, তাঁরা এই কিতাবের প্রতিটি লিখার খুব ভালভাবে আন্তরিকতার সাথে নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন এবং কিছু কিছু স্থানে গুরুত্বপূর্ণ রিওয়ায়াত ও শরয়ী উসূল (নীতিমালা) সংযোজন করে দিয়ে এর উপকারকে আরো ব্যাপক করে দিয়েছে। নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা করে নির্ভয়ে এই বাস্তবতাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি যে, এই কিতাবাটি তাঁদেরই বিশেষ দিক নির্দেশনা ও দেখে দেয়ার বরকতেরই ফসল। অন্যথায় বাস্তবতা এটাই যে, যার নাম ইলইয়াস কাদেরী, তার ভালোভাবে কলম ধরাটা পর্যন্ত আসে না! (এটা লিখকের অত্যন্ত বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র) ওহে দয়ালু রব! তোমার সবচেয়ে গুনাহগার বান্দা ইলইয়াস এর উপর সব সময়ের জন্য রাজী হয়ে যাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন অবশ্যই অবশ্যই এই কিতাবটি অধ্যয়ন করুন এবং প্রয়োজনে বারবার পড়ুন যেন মাসয়ালা স্পষ্ট হয়ে যায়। যতদূর সম্ভব হয় নিজ এলাকার মসজিদ, মাদরাসা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যিম্মাদারদের, এমনকি সুন্নি আলিমদের খিদমতে সাওয়াবের নিয়্যতে এই কিতাবটি উপহার স্বরূপ পেশ করুন।

আত্তারের দো'আ

ইয়া রব্বে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ**!** এই কিতাব অধ্যয়নকারী, কারীনীদের স্মরণ শক্তিকে খুব বাড়িয়ে দাও, যেন তাদের সঠিক মাসয়ালা মনে থাকে এবং আমল করার ও অন্যদেরকে তা শিখানোর সৌভাগ্য নসীব হয়। **ইয়া আল্লাহ্** عَزَّوَجَلَّ**!** যারা এই কিতাবকে তাদের (মৃত) আত্মীয়স্বজনদের 'ইছালে সাওয়াবের' উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে (ক্রয় করে) বন্টন করে, বিশেষ করে মসজিদ, মাদরাসা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যিম্মাদারদের এবং সুন্নি আলিমদের হাতে হাতে পৌঁছায়, তাঁদের এবং তাঁদের সদকায় আমি গুনাহগারদের সরদারেরও উভয় জগতে সফলতা দান কর। **ইয়া আল্লাহ্** عَزَّوَجَلَّ**!** আমাদের সকলকে ইখলাসের মত অফুরন্ত নেয়ামত দানে ধন্য কর।

মেরা হার আমল বস্ তেরে ওয়াসেতে হো,
কর ইখলাস এইসা আতা ইয়া ইলাহী!

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে **আক্বা** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৭ই শা'বানুল মুআজ্জম, ১৪২৯ হিঃ
10-8-2008

কিতাব পাঠ করার ১৩টি নিয়্যত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।" (আল মু'জামুল কাবির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।
(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) যথা সম্ভব এই কিতাব ওযু সহকারে (২) ক্বিবলামুখী হয়ে পাঠ করব। (৩) এর অধ্যয়নের মাধ্যমে ফরয ইলম শিখব। (৪) যে মাসয়ালা বুঝে আসবে না তার জন্য এই আয়াতে করীমা فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۳﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে। (পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ৪৩) এর উপর আমল করার নিয়্যতে ওলামায়ে কেরামদের শরণাপন্ন হব। (৫) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে আন্ডারলাইন করব। (৬) (নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) "**স্বরণ রাখুন**" লিখা বিশিষ্ট পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় টিকা, মাদানী ফুল নোট করব। (৭) যে মাসয়ালা বুঝতে কষ্ট হবে, তা বারবার পড়ব। (৮) সারা জীবন আমল করতে থাকব। (৯) যে জানে না তাকে শিখাব। (১০) অন্যদেরকে এ কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করব। (১১) (কমপক্ষে ১২টি অথবা সামর্থ্যানুযায়ী) এই কিতাবটি ক্রয় করে অন্য জনকে উপহার দিব। (১২) এই কিতাব পাঠ করার সাওয়াব সকল উম্মতের জন্য ইছাল করব। (২৩) কিতাব ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে প্রকাশকদেরকে অবহিত করব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। (মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, bdmaktabatulmadina26@gmail.com

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

শয়তান আপনাকে লাখো অলসতা দেয়ার চেষ্টা করুক, কিন্তু আপনি সাওয়াবের নিয়্যতে এই কিতাবটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল, বিবি আমিনার বাগানের সুবাসিত ফুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জুমার দিন এবং জুমার রাত (অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর থেকে জুমাবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত) আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পড়তে থাক। যে এরূপ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হয়ে যাব।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড. ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩০৩৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

চাঁদার শরয়ী হুকুম

<u>প্রশ্ন</u>: মসজিদ, মাদ্‌রাসা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা কেমন?

উত্তর: জায়েয, বরং সাওয়াবের কাজ এবং এটা মূলত সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক প্রশ্নের উত্তরে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ১৬তম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন: “মসজিদে নিজের জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়, আর ওলামায়ে কেরামগণ তাকে (অর্থাৎ- মসজিদে ভিক্ষাকারীকে) কিছু দিতে নিষেধ করেছেন।” (কয়েক লাইন পরে লিখেছেন) এবং অন্যের জন্য চাওয়া অথবা মসজিদ বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা জায়েয এবং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)। ৪৬৮ নং পৃষ্ঠায় আরও লিখেছেন: উত্তম বিষয়াবলীর (অর্থাৎ- সাওয়াবের কাজের) জন্য চাঁদা উত্তোলন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্পদশালীর উপর ওয়াজিব নয় যে, সম্পূর্ণ মসজিদ নিজের সম্পদ দিয়ে তৈরি করা। ভাল কাজের জন্য চাঁদার তৎপরতা চালানো মূলত কল্যাণের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। (হাদীসে মোবারকায় রয়েছে) যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখাবে, সে ততটুকু সাওয়াব পাবে যতটুকু সাওয়াব ঐ ভাল কাজ সম্পাদনকারী পাবে। (মুসলিম, ১০৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৮৯৩)

‘চাঁদা পার্টি’ বলে বিদ্রূপ করা কেমন?

প্রশ্ন: ধর্মীয় কাজে চাঁদা উত্তোলনকারীদেরকে অনেকে হেয় করে ‘চাঁদা পার্টি’ বলে থাকে এবং তাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, এদের সংশোধনের জন্য কিছু মাদানী ফুল ইরশাদ করুন।

উত্তর: মুসলমানকে হেয় করা বা তাকে বিদ্রূপ করা এবং তার মনে কষ্ট দেয়া হারাম। আর তা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। **জল-স্থলের বাদশাহ, দো-জাহানের শাহানশাহ্, সম্মান ও মর্যাদার মুকুট, উম্মতের শুভাকাঙ্ক্ষী, মা আমিনার আদরের দুলাল, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

“مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى الله

অর্থ: যে ব্যক্তি (কোন শরয়ী কারণ ব্যতীত) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে **আল্লাহ্ তা'আলাকে** কষ্ট দিল।”

(আল-মুজামুল আউসাত লিত তাবারানী, ২য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৬০৭)

সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ ‘মুসলমানের মানহানি’

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “সবচেয়ে নিকৃষ্টতর সুদ হচ্ছে একজন মুসলমানের সম্মানে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।” (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৮৭৬)

মুসলমানের মান-মর্যাদা তার সম্পদ থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ

মুহাক্কিক আলাল ইতলাক, খাতামুল মুহাদ্দিসীন, হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানের গীবত করা, তাকে গালি দেয়া,

তাকে তুচ্ছ মনে করে তার উপর অহংকার করা (কোন শরয়ী কারণ, যুক্তি ব্যতিরেকে)। তিনি আরও লিখেছেন: এটাকে (অর্থাৎ মুসলমানের সম্মানে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করাকে) এজন্যই নিকৃষ্টতর সুদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেহেতু মুসলমানের মান-মর্যাদা তার সব (ধরণের) সম্পদ থেকে অধিক মূল্যবান। অতএব এর মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করা অন্যান্য সম্পদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেয়ে অধিক মারাত্মকই হবে। “অন্যায়ভাবে” শব্দটির শর্তারোপ এ জন্য করা হয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে (মুসলমানের মান-মর্যাদায়) হস্তক্ষেপ করা বৈধ। যেমন: সে যদি কারো হক আদায় না করে থাকে বা সে যদি অত্যাচারী হয়ে থাকে, অথবা প্রয়োজন-বশত কোন সাক্ষীর দোষ বর্ণনা করা। অনুরূপ ভাবে রাবীদের (অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীদের) ক্ষেত্রে দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে থাকেন, আর এই সকল ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয।

(আশিয়াতুল লুমআত, ৪র্থ খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

মু’মিনের সম্মান কা’বার চেয়েও বেশি

সুনানে ইবনে মাজাহতে রয়েছে: **খাতামুল মুরছালীন, রহমাতুল্লীল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কা’বা শরীফকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন: “মু’মিনের সম্মান তোমার চেয়ে বেশী।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৯৩২)

ইহুদী-নাসারাদের মন্দ স্বভাব

সর্বোপরি, কাউকে শুধু শুধু হেয় করা এটা মুসলমানদের রীতি নয়। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ডের, ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন: ইহুদী-নাসারাদের মন্দ চরিত্র সমূহের মধ্যে এটা রয়েছে যে, একে অন্যের প্রতি অপবাদ দেয়া, সম্মানের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা এবং নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন আড্ডা দেয়া। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে দো'আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "একজন মানুষের ইসলামের অনুপম সৌন্দর্যগুলোর মধ্যে একটি (সৌন্দর্য) এটিও যে, ঐ কাজ ছেড়ে দেয়া যা তাকে কোন উপকার দেয় না।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩২৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও কি কখনো চাঁদা চেয়েছেন?

<u>প্রশ্ন</u>: রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কি কখনো চাঁদা চেয়েছেন ?

<u>উত্তর</u>: জ্বী, হ্যাঁ! জিহাদের (ধর্মীয় যুদ্ধের) জন্য চাঁদার উৎসাহ দেয়ার এই হাদীসটি খুব প্রসিদ্ধ। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন খাব্বাব رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির ছিলাম আর **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে মুহতারাম, রহমতে আলম, শাহে বনী আদম, নবীয়ে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামদেরকে 'তাবুক যুদ্ধের' প্রস্তুতির জন্য উৎসাহ প্রদান করছিলেন।

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্‌ফান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ দাঁড়িয়ে আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! (যুদ্ধ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসপত্র সহ মাল বোঝাই ১০০ টি উট আমার দায়িত্বে। **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان দেরকে আবারো উৎসাহিত করলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্‌ফান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! (যুদ্ধের) প্রয়োজনীয় সকল ধরণের জিনিসপত্রসহ ২০০টি উট উপস্থিত করার দায়িত্ব নিচ্ছি। **দো-জাহানের সুলতান, সারওয়ারে জীশান, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان দেরকে আবারো উৎসাহিত করলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্‌ফান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ আরজ করলেন, **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ ৩০০টি উট আমার দায়িত্বে গ্রহণ করছি। বর্ণনাকারী বলছেন: **হুযুরে আনওয়ার, মদীনার তাজেদার, শফীয়ে মাহশার, মাহবুবে পরওয়ারদিগার, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা শুনে মিম্বর থেকে নেমে দুইবার ইরশাদ করলেন: আজ থেকে ওসমান (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ) যা কিছু করবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৭২০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

৯৫০টি উট ও ৫০টি ঘোড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল অনেক ইসলামী ভাই লোকজনের সামনে উৎসাহিত হয়ে চাঁদার পরিমাণ লিখিয়ে দেন কিন্তু যখন দেয়ার পালা আসে তখন তাদের উপর তা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি অনেকে দেয় না পর্যন্ত! কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান, দানশীলদের সর্দার হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর দানশীলতার উপর যে, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের ঘোষণা থেকেও অনেক বেশী পরিমাণে চাঁদা প্রদান করেছিলেন। যেমন বিখ্যাত মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: স্মরণ রাখুন! এটা তো উনার ঘোষণা ছিল কিন্তু দেয়ার বেলায় তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া, ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা পেশ করেন। পরবর্তীতে তিনি আরও দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেশ করেন। (মুফ্‌তী সাহেব আরও লিখেছেন) স্মরণ রাখুন! তিনি প্রথমবারে ১০০টির ঘোষণা করেন, দ্বিতীয় বার (১ম) ১০০টি ছাড়া আরও ২০০টির এবং তৃতীয় বারে আরও ৩০০টির, সর্বমোট ৬০০টি উট (পেশ করার) ঘোষণা দেন। (মিরআতুল মানাযিহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

মুঝে গর মিল গেয়া বাহরে সাখা কা এক ভী কাত্‌রা
মেরে আ-গে যমানে ভর কি হোগী হীছ সুলতানী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চাঁদা সংগ্রহ কারা থেকে বাধা দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: ধর্মীয় কাজে চাঁদা সংগ্রহকারীদের বাধা দেয়া কেমন?

উত্তর: শরয়ী কারণ ব্যতীত এই নেক কাজে বাধা দেয়া শরীয়াতে নিষিদ্ধ। যেমন ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন: ভালো কাজের জন্য মুসলমানদের থেকে এভাবে চাঁদা সংগ্রহ করা বিদয়াত নয় বরং সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত। যে ব্যক্তি এ কাজে বাধা দিবে (সে কোরআনের ভাষায়) مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "সৎকাজে বড় বাধা প্রদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ।" (সূরা: কলম, আয়াত নং ১২)। হযরত সায়্যিদুনা জরীর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; কিছু লোক খালি পায়ে, অনাবৃত শরীরে শুধুমাত্র একটি ছোট পশমী কম্বল হাতা বিহীন জামার মত ছিঁড়ে গলায় জড়িয়ে **হুযুর পুরনূর, সয়্যিদে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। **হুযুর পুরনূর, রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের অভাব-অনটনের অবস্থা দেখলেন, তো তাঁর চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হয়ে যায়। বিলাল رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে আযানের হুকুম দিলেন। নামাযের পরে খুতবা দিলেন। কিছু আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করার পর ইরশাদ করলেন: (আপনাদের মাঝে) কেউ স্বর্ণমুদ্রা দান করে সদকা করুন, কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে,

কেউ স্বল্প পরিমাণ গম দ্বারা, কেউবা খেজুর দিয়ে, এ পর্যন্ত বললেন যে অর্ধেক খেজুরও যদি হয়। এই মহান বণী (অর্থাৎ দান করার উৎসাহ) শুনে একজন আনসারী সাহাবী দিরহাম ভর্তি একটা থলে নিয়ে আসলেন, যেটা উঠাতে তার হাত অপারগ হয়ে গেছে। অতঃপর সাহাবীরা একের পর এক সদকা আনতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত খাবার ও কাপড়ের দুইটি স্তূপ হয়ে গেল। অবশেষে আমি দেখলাম যে, **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক খুশীর কারণে খাঁটি স্বর্ণের ন্যায় চমকাতে লাগল। অতঃপর ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম রীতি প্রচলন করবে, সেটার জন্য সে সাওয়াব পাবে এবং তার পরে যত লোক ঐ রীতির উপর আমল করবে সকলের সাওয়াব ঐ (উত্তম রীতি প্রচলনকারী) ব্যক্তি পাবে, ঐ আমলকারীদের সাওয়াবে কোন ঘাটতি (কমতি) হবে না। (মুসলিম, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১০১৭)

প্রত্যেক চাঁদাকে কি 'ওয়াকফের টাকা' বলা যাবে?

প্রশ্ন: সব ধরণের চাঁদাকে কি 'ওয়াকফের টাকা' বলা যাবে?

উত্তর: কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাঁদা ওয়াকফের হুকুমে পড়ে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পড়ে না। যেমন: সদরুশ শরীয়া, বদরুত্ তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্তি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর দরবারে প্রশ্ন করা হয়: মসজিদ, মাদরাসার নির্মাণ কাজে ও অন্যান্য খরচের জন্য অথবা অন্য কোন ধর্মীয় প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সংগ্রহ করা চাঁদা কি শুধুমাত্র সদকা হিসাবে গণ্য হবে নাকি ওয়াকফ ও বলা যাবে?

তিনি উত্তরে বলেন: সাধারণত এসব চাঁদা ‘নফল সদকা’ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে, এগুলোকে ‘ওয়াকফ’ বলা যাবে না। কেননা ওয়াকফের জন্য এটা জরুরী যে, মূল জিনিসকে বহাল রেখে সেটার উপকারকে (ফল বর্ধিত অংশকে) কাজে লাগাতে হবে। যে কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে (সে কাজে ব্যয় করতে হবে)। এমন নয় যে, মূল বস্তুকেই খরচ করে ফেলা হবে। এই চাঁদা যে বিশেষ কাজের জন্য নেয়া হয়েছে, ঐ কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করা যাবে না। (যে কাজের জন্য নেয়া হয়েছে) সে কাজ যদি আদায় হয়ে যায়, তাহলে (বেঁচে যাওয়া অর্থ) যে দিয়ে ছিল তাকে ফেরত দিতে হবে অথবা তার অনুমতিক্রমে অন্য কাজে খরচ করা যাবে। বিনা অনুমতিতে (অন্য কাজে) খরচ করা নাজায়েয।

(ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ৩য় খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

কাফেরদের থেকে চাঁদা চাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: ধর্মীয় কাজের জন্য কাফের থেকে চাঁদা নেওয়া কেমন?

উত্তর: নিষিদ্ধ। আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত,, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ লিখেছেন: কোন ধর্মীয় কাজে কাফেরদের থেকে চাঁদা নেওয়া প্রথমত নিষিদ্ধ এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমরা কোন মুশরিক থেকে সাহায্য গ্রহণ করি না।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৭৩২। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

মসজিদের চাঁদা দ্বারা নিয়ায (ফাতিহা) করা কেমন?

প্রশ্ন: মসজিদের নামে সংগ্রহকৃত চাঁদা গিয়ারভী শরীফের নিয়ায উপলক্ষে আয়োজিত খাবারের খরচে ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: যদি কোন এলাকায় মসজিদের চাঁদা দ্বারা গিয়ারভী শরীফ করার প্রচলন আগে থেকে চালু থাকে, তবে সে মসজিদের চাঁদা দ্বারা করা যাবে অন্যথায় নয়। চাঁদার শরয়ী নীতিমালা হচ্ছে: চাঁদা যে খাতের জন্য নেয়া হয়েছে, ঐ খাত ছাড়া অন্য কোন খাতে ব্যয় করা গুনাহ।

মসজিদের চাঁদা দ্বারা আলোকসজ্জা

প্রশ্ন: মসজিদের চাঁদার টাকা দ্বারা জশ্নে বিলাদতের দিনগুলোতে মসজিদে আলোকসজ্জা করা কেমন?

উত্তর: চাঁদা দাতাদের স্পষ্ট বা ইঙ্গিত সূচক অনুমতি থাকলে করা যাবে অন্যথায় নয়। স্পষ্ট অনুমতি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, "চাঁদা নেয়ার সময় তাদেরকে বলে দেয়া যে আমরা আপনাদের চাঁদা দ্বারা জশনে বিলাদত, গিয়ারভী শরীফ, শবে বরাত, বড় রাতগুলোর মাহফিল ইত্যাদি উপলক্ষে এবং রমযানুল মোবারকে মসজিদে আলোকসজ্জা করব এবং তারা সম্মতি দিল।" ইঙ্গিত সূচক অনুমতি হচ্ছে: "যদি তারা (চাঁদা দাতাগণ) পূর্ব থেকে এব্যাপারে অবগত থাকে যে, এই মসজিদে জশনে বিলাদত এবং অন্যান্য বড় রাতগুলোতে বিশেষ উপলক্ষে ও রমযানুল মোবারকে আলোকসজ্জা করা হয়ে থাকে,

আর তাতে মসজিদের জন্য সংগ্রহকৃত চাঁদা ব্যবহার করা হয়।" নিরাপদ হচ্ছে, আলোকসজ্জা ইত্যাদির জন্য আলাদাভাবে চাঁদা সংগ্রহ করা, যত টাকা চাঁদা উঠে তা দ্বারাই আলোকসজ্জা করা এবং আলোকসজ্জাতে যতটুকু পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে তার বিলটাও যেন তা থেকে পরিশোধ করা হয়।

ইজতিমার চাঁদা অবশিষ্ট রয়ে গেলে তখন কি করবেন?

প্রশ্ন: দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জন্য সংগৃহীত চাঁদা অবশিষ্ট রয়ে গেল, তখন এগুলো কি করবেন? এগুলো কি মসজিদ কিংবা মাদরাসা বা নিজেদের সাংগঠনিক বৈঠকের জন্য মাদুর ইত্যাদি ক্রয় করার কাজে ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর: ইজতিমা, জলসা, না'তের মাহফিল, জশ্নে বিলাদত উপলক্ষে আলোকসজ্জা, বুজুর্গানে দ্বীনদের ওরস, গিয়ারভী শরীফের ফাতিহা ইত্যাদি কাজের জন্য সংগৃহীত চাঁদা অবশিষ্ট রয়ে গেলে যদি চাঁদা দাতারা পরিচিত হয়ে থাকে তবে অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া টাকাগুলো তাদেরকে ফেরত দিতে হবে। তাদের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন খাতে খরচ করা নাজায়েয। আর যদি চাঁদা দাতারা অপরিচিত হন, তবে যে কাজের জন্য চাঁদা নেয়া হয়েছে, সে কাজেই ব্যয় করুন। (উদাহরণস্বরূপ, যিনি দিয়েছিলেন তিনি সুন্নাতে ভরা ইজতিমার জন্য দিয়েছিলেন। তাই তা পরবর্তী অন্য কোন সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় খরচ করুন।)

যদি এ ধরণের কোন কাজ না থাকে তবে ফকীরদেরকে সদকা করে দিন। যেমন: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, ওলীয়ে নে'মত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদয়াত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বায়েছে খায়র ও বরকত হযরত আল্লামা মাওলানা আল্‌হাজ্ব আল্‌হাফেয আল্‌ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ডের, ২০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: চাঁদার টাকা যদি কাজ শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট থেকে যায় তবে চাঁদা দাতাদেরকে রশিদের পরিমাণ অনুসারে ফেরত দিতে হবে (অর্থাৎ যে হারে চাঁদা জমা করিয়েছিল সে অনুপাতে) অথবা এখন তিনি যে কাজের জন্য অনুমতি দিবেন সে কাজে ব্যয় করতে হবে। তাদের অনুমতি ব্যতিত খরচ করা হারাম। হ্যাঁ! যদি তাদেরকে খুঁজে বের করা না যায় তবে যে ধরণের কাজের জন্য চাঁদা নেয়া হয়েছিল সে ধরণের অন্য কাজে খরচ করবে। যেমন: মসজিদ নির্মাণের জন্য সংগৃহীত চাঁদা মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট রয়ে গেলে তা অন্য কোন মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করবে। ভিন্ন কাজ যেমন: মাদরাসার নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদি এ ধরণের অন্য কোন কাজ পাওয়া না যায় তবে ঐ অবশিষ্ট টাকা ফকীরদেরকে সদকা করে দিতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

কয়েকজন থেকে নেয়া চাঁদা অবশিষ্ট রয়ে গেলে কি করবেন?

প্রশ্ন: নির্দিষ্ট খাত যেমন মাদরাসার নির্মাণ কাজের জন্য কয়েকজন থেকে নেয়া চাঁদা যদি অবশিষ্ট থেকে যায়, তা অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য কি এক এক করে সবার থেকে অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! শুধুমাত্র কিছু লোকের অনুমতি যথেষ্ট নয়। সবার থেকে অনুমতি পাওয়া গেলেই ব্যবহার করা যাবে। অন্যথায় যাদের থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে শুধুমাত্র তাদেরই অংশ ব্যবহার করা যাবে।

১২ জন থেকে নেয়া চাঁদা অবশিষ্ট রয়ে গেল... তবে?

প্রশ্ন: মাদরাসায় Water cooler (ঠান্ডা পানির কুলার) লাগানোর জন্য ১২ জন থেকে ১ হাজার টাকা করে (চাঁদা) নেয়া হয়েছে। তা থেকে ৪ হাজার টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেল। এই অবশিষ্ট ৪ হাজার টাকা দ্বারা মাদরাসার জন্য থালা-বাসন ইত্যাদি কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এমতাবস্থায় কি ৪ হাজারের জন্য ৪ জন থেকে অনুমতি নেয়া যথেষ্ট, নাকি ১২ জন থেকেই অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর: যদি সবার টাকা একত্রে রাখার কারণে কার দেয়া টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেল তা শনাক্ত করা না যায় তবে ১২ জন সবার থেকেই অনুমতি নিতে হবে।

আর যদি প্রত্যেকের টাকা পৃথক পৃথক রাখার কারণে বা একত্রে মিলিয়ে রাখলেও টাকার নোট কোন্‌টা কার শনাক্ত করা যাচ্ছিল বা নোটের মধ্যে চিহ্ন লাগানো থাকার কারণে যদি নির্ণয় করা যায় যে অবশিষ্ট ৪ হাজার টাকা অমুক অমুক ৪ জনের। তবে ঐ ৪ জন থেকেই অনুমতি নেয়া যথেষ্ট। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া চাঁদার ব্যাপারে লিখেছেন: চাঁদা যে কাজের জন্য নেয়া হয়েছে ঐ কাজ সম্পাদন হওয়ার পর যদি অবশিষ্ট থেকে যায় তবে অবশিষ্ট চাঁদা তাদের মালিকানায় (থাকবে) যারা চাঁদা দিয়েছেন। كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِيْ فَتَاوٰ ىنا (যেমন: এর বিস্তারিত আলোচনা আমি আমার ফতোয়ার মধ্যে করেছি) অতএব তাদেরকে তা রশিদের পরিমানানুসারে ফেরত দিতে হবে অথবা তারা যে কাজের অনুমতি দিবে সে কাজে ব্যয় করতে হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

মসজিদের ইফতারির মাসয়ালা

প্রশ্ন: রমযানুল মোবারকে লোকেরা রোযাদারদের জন্য যে ইফতারী পাঠিয়ে থাকেন, তা থেকে যারা রোযাদার নয় তাদের খাওয়া কেমন? যদি গুনাহ হয়ে থাকে তবে এর জন্য কি মসজিদ কমিটিও দায়ী হবে?

উত্তর: যে ইফতারী রোযাদারদের জন্য পাঠানো হয়ে থাকে তা থেকে রোযাদার নয় এমন লোকেরা আহার করতে পারবে না।

কেউ যদি অসুস্থ হয় কিংবা মুসাফির, অথবা কোন কারণে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে সে ঐ ইফতারির খাবারে শরীক হবে না। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحۡمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: ইফতারিতে যদি কোন রোযাদার নয় এমন ব্যক্তি রোযার ভান দেখিয়ে খাওয়ার জন্য বসে যায় এর জন্য মুতাওয়াল্লীরা দায়ী নন। অনেক ধনীরা দরিদ্র হওয়ার ভান করে ভিক্ষা করে এবং যাকাত নিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে দাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে, তবে গ্রহণকারীর জন্য তা অকাট্য হারাম। অনুরূপ রোযাদার নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য তা (রোযাদারদের জন্য পাঠানো ইফতারী) খাওয়া হারাম। ওয়াকফের সম্পদ এতিমের সম্পদের মত। যা অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তা'আলা** কুরআন শরীফে ৪র্থ পারার সূরা নিসার ১০ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন: اِنَّمَا یَاۡکُلُوۡنَ فِیۡ بُطُوۡنِهِمۡ نَارًا ؕ وَسَیَصۡلَوۡنَ سَعِیۡرًا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "তারা তো তাদের পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জলন্ত আগুনে যাবে।" (পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ১০) তবে মুতাওয়াল্লী যদি জেনে বুঝে কোন রোযাদার নয় এমন ব্যক্তিকে রোযাদারদের জন্য পাঠানো ইফতারিতে শরীক করায় তবে সে গুনাহগার, অপরাধী, খিয়ানত-কারী এবং মুতাওয়াল্লীর পদ থেকে বরখাস্ত করে দেয়ার উপযোগী হল। আর রোযাদারদের অধিকাংশ বা সবাই যদি ধনী হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইফতারী তো সর্বস্তরের রোযাদারদের জন্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

যেমন মসজিদের পানি প্রত্যেক নামাযীর ওযু, গোসলের জন্য উন্মুক্ত। এমনকি তিনি যদি বাদশাহও হন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা) তবে কোন এলাকায় যদি মসজিদে রোযাদার এবং রোযাদার নয় এমন সবাইকে ইফতারী খাওয়ানোর রীতি প্রচলন থাকে তবে সে ক্ষেত্রে রোযাদার নয় এমন লোকদের জন্যও (খাওয়ার) অনুমতি রয়েছে। আর ছোট ছেলেদের ইফতারিতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে ইফতারী প্রেরণকারীদের কোন আপত্তি থাকে না বিধায় ছোট ছেলেদের জন্য তা থেকে খাওয়া জায়েয।

মসজিদের বেঁচে যাওয়া ইফতারী কি করবেন?

প্রশ্ন: লোকজনের পাঠানো ইফতারী যা থালায় অবশিষ্ট থেকে গেছে তার কি ব্যবস্থা করা যায়?

উত্তর: আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এ ধরণের ইফতারী প্রেরণকারীরা অবশিষ্ট ইফতারী ফেরত নিতে চাই না। সুতরাং এটা এখন মসজিদ পরিচালনা কমিটির ইচ্ছাধীন। চাইলে তারা পরবর্তী দিনের জন্য রেখে দিবেন বা নিজেরা খেয়ে ফেলবেন বা অন্য কাউকে খাওয়াবেন বা কাউকে বণ্টন করে দিবেন।

মসজিদের চাঁদার খাত সমূহ

প্রশ্ন: মসজিদের দান বক্সের জমা পড়া চাঁদা, জুমা বা অন্য কোন বিশেষ বড় রাতে মসজিদের জন্য যে সমস্ত চাঁদা জমা হয় তা কিভাবে ব্যবহার করা যায়?

উত্তর: মসজিদের নামে প্রাপ্ত চাঁদা ঐ এলাকার প্রচলিত রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী খরচ করতে হবে। যেমন: ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের বেতন, মসজিদের বিদ্যুৎ বিল, মসজিদ নির্মাণ বা এর জিনিসপত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত, মসজিদে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন: বদনা, ঝাড়ু, জুতা রাখার বাক্স, বাতি, পাখা, চাটাই ইত্যাদি। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক ফতোওয়ার নির্বাচিত কিছু অংশ মনোযোগ সহকারে পড়ুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! অনেক কিছু শিখতে পারবেন। যেমন- তিনি رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: এ ব্যাপারে শরয়ী হুকুম হচ্ছে, ওয়াকফকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রথমে ওয়াকফ কারীর শর্তের দিকে দেখতে হবে। তিনি যে কাজের জন্য তার জমি বা দোকান, মসজিদে ওয়াকফ করেছেন সে কাজেই ব্যবহার করতে হবে, যদিওবা তা ইফতারী, শিরনী বা অন্য কোন উপলক্ষে আলোকসজ্জার কাজও হয় এবং তা অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা হারাম, হারাম এবং কঠোর হারাম। যদিওবা তা দ্বীনি মাদরাসা নির্মাণের কাজও হয়। ওয়াকফকারীর শর্ত মেনে চলা এমন ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) যেমন শরীয়াতের (কুরআন, হাদীসের) হুকুম। (দুররে মুখতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা) এমনকি ওয়াকফকারী যদি মসজিদের নির্মাণ কাজের জন্য (টাকা) ওয়াকফ করে থাকেন তবে তা মসজিদের ইফতারির কাজে ব্যয় করা তো দূরের কথা ফাটল, গর্ত ইত্যাদি মেরামতের কাজ ছাড়া বদনা, চাটাই ইত্যাদি ক্রয় করার কাজেও ব্যবহার করা যাবে না।

যদি ওয়াকফকারী মসজিদ সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কাজে ব্যয় করার প্রচলন আছে সে সমস্ত কাজের জন্য ওয়াকফ করেন, তবে তা প্রচলন মোতাবেক শিরনী, খতম শরীফ উপলক্ষে আলোকসজ্জা ইত্যাদি কাজে খরচ করা যাবে। কিন্তু ইফতারী, মাদরাসার কাজে, মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেয়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কেননা এসব কাজ মসজিদ সংশ্লিষ্ট ব্যয়-খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেখানে ওয়াকফকারীর জন্য এটার অনুমতি নেই যে ওয়াকফের মধ্যে নতুন কিছু প্রচলন করবেন, সেখানে একজন সাধারণ মানুষের জন্য কিভাবে জায়েয হবে! আর ওয়াকফকারী যদি এসব বিষয় সমূহকেও তার ওয়াকফের শর্তাবলীর মধ্যে যোগ করেন বা যে কোন সাওয়াবের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেন বা এটা বলেন যে, "মসজিদের মুতাওয়াল্লী যে সকল সাওয়াবের কাজে ব্যবহার করা ভাল মনে করেন সে কাজে ব্যবহার করতে পারবেন" তবে এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মুতাওয়াল্লীর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ভাল কাজে ব্যবহার করা যাবে। মোটকথা, সর্বাবস্থায় তার (ওয়াকফকারীর) দেয়া শর্তের অনুসরণ করা হবে। আর যদি ওয়াকফকারীর শর্তাবলী জানা না যায় তবে ঐ মসজিদে অতীত থেকে মুতাওয়াল্লীদের মাঝে যে রীতি নীতি প্রচলিত আছে তাতে দৃষ্টি দিতে হবে। যদি (মসজিদের শুরু থেকেই) সর্বদা ইফতারী, শিরনী, খতম শরীফ উপলক্ষে পূর্ণ কিংবা আংশিক আলোকসজ্জায় খরচ হয়ে আসছে, তবে এসব কাজে বর্তমানেও (ওয়াকফের টাকা) ব্যয় করা যাবে।

অন্যথায় মূলত এরূপ করা যায় না। আর (তা দ্বারা) নতুন মাদরাসা তৈরি করা সম্পূর্ণ ভাবে নাজায়েয। আগে থেকে প্রচলিত থাকার অর্থ এটা যে, তা কখন থেকে চালু হয়েছে তা জানা না থাকা। আর যদি জানা যায় যে এটা শুরু কোন শর্ত ছাড়া নতুন প্রচলিত হয়েছে (অর্থাৎ শুরু থেকে ছিল না কিন্তু পরে কোন এক সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে) তবে তা অতীত থেকে প্রচলিত আছে বলে গণ্য করা হবে না, যদিওবা তা ১০০ বছরের পুরাতন রীতিও হয়ে থাকে এবং এটাও জানা না যায় যে, কখন থেকে শুরু হয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৫,৪৮৬)

চাঁদার টাকা ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে ফেললে তখন?

প্রশ্ন: মসজিদ বা মাদরাসার জন্য সংগৃহীত চাঁদা যদি মুতাওয়াল্লী সাহেব নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন, তবে তার কি হুকুম? যদি এ কাজ মুতাওয়াল্লী নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা সংগঠিত হয় তবে কি করবে? দ্রুত তৎসমপরিমাণ টাকা নিজের থেকে ঐ চাঁদাতে দিয়ে দিলে এর হুকুম কি?

উত্তর: চাঁদার আহকাম (নীতিমালা) মুতাওয়াল্লী ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। যদি মসজিদ ও মাদরাসা বিদ্যমান থাকে এবং এগুলোর কোন মুতাওয়াল্লীও থাকে তবে এগুলোর নির্মাণ, মেরামতি কাজ বা এতদসংশ্লিষ্ট খরচ নির্বাহের জন্য যে সমস্ত চাঁদা মুতাওয়াল্লীর নিকট জমা হয়ে থাকে, এগুলো মসজিদ বা মাদরাসার জন্য 'হিবা' (দানকৃত) হয়ে থাকে আর মুতাওয়াল্লী মসজিদ ও মাদরাসার পক্ষ থেকে ওকীল (প্রতিনিধি) হিসাবে গ্রহণকারী মাত্র।

সেকারণেই চাঁদা মুতাওয়াল্লীর হাতে আসার সাথে সাথেই 'হিবা' বা দানকার্য পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং চাঁদা মসজিদ বা মাদরাসার মালিকানায় চলে আসে এবং মালিকের অর্থাৎ চাঁদা দাতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। মুতাওয়াল্লী যদি এই চাঁদার টাকাকে নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে তবে গুনাহগার হবে। যেহেতু সে ওয়াকফের টাকাকে নিজের কাজে খরচ করেছে এবং তার উপর এটা আবশ্যক যে যত টাকা সে ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে ফেলেছে তত টাকা নিজের থেকে ঐ কাজে লাগিয়ে দেয়া, যে কাজের জন্য চাঁদা নেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে তাওবাও করা। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: তার উপর তাওবা করা এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া ফরয। যতটুকু দাম (চাঁদা) নিজের কাজে ব্যবহার করেছে, যদি সে ঐ মসজিদের মুতাওয়াল্লী হয়ে থাকে তাহলে সে ঐ মসজিদের বাতি, তেল ইত্যাদিতে (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) খরচ করবে অন্য মসজিদে খরচ করে দিলেও দায়িত্ব মুক্ত হবে না। সে যদি মুতাওয়াল্লী না হয়, তবে যে ঐ চাঁদা তাকে দিয়েছিল তাকে তা ফেরত দিয়ে বলবে যে, "আপনার প্রদত্ত চাঁদা থেকে এত টাকা খরচ হয়েছে, আর এত টাকা অবশিষ্ট ছিল যা আপনাকে ফেরত দিচ্ছি।" কেননা এটা এজন্য যে, যদি সে মুতাওয়াল্লী হয়, তাহলে তা পরিপূর্ণ সমর্পন হয়ে গেল। আর ফেরত না দিলে ঐ অবশিষ্ট টাকার উপর চাঁদা দাতার মালিকানা বাকী থাকবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা)।

যদি চাঁদা গ্রহণকারী মুতাওয়াল্লী না হয়ে থাকেন, অথবা যে কাজের জন্য নেয়া হয়েছে সে কাজের যদি কোন মুতাওয়াল্লী না থাকে অথবা এখন মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, আর এজন্য কয়েকজন মিলে চাঁদা একত্রিত করছে, এসব অবস্থায় যেহেতু কোন নির্দিষ্ট মুতাওয়াল্লী নেই সেহেতু যে কাজের জন্য চাঁদা নেয়া হয়েছে সে কাজে সম্পূর্ণ ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত তা চাঁদা-দাতার মালিকানাভুক্ত। তাই, চাঁদা সংগ্রহকারীদের কেউ যদি চাঁদা থেকে ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে, তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর এখন ওয়াজিব যে যত টাকা সে ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে ফেলেছে তত টাকা চাঁদা-দাতাকে ফেরত দিয়ে দেয়া। কেননা চাঁদা এখানো চাঁদা দাতার মালিকানাভূক্ত। যদি সে চাঁদা-দাতার অনুমতি ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে ঐ কাজে (জরিমানা স্বরূপ তৎসমপরিমাণ টাকা) খরচ করে দেয় যে কাজের জন্য চাঁদা নেয়া হয়েছিল তবুও সে দায়িত্ব মুক্ত হবে না। কেননা সে প্রকৃতপক্ষে যে চাঁদা সংগ্রহ করেছিল তা তো সে ইতোমধ্যে তার ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখন নিজের পকেট থেকে যে টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিচ্ছে তা তো চাঁদা-দাতাকেই দিতে হবে বা চাঁদা-দাতা থেকে পুনরায় নতুন করে অনুমতি নিতে হবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেছেন: আমি এই কথাকে আমার ফতোয়াতে স্পষ্ট করেছি যে,

ভাল কাজে খরচ করার জন্য যে চাঁদা লোকজন থেকে নেয়া হয় তা চাঁদা-দাতাদের মালিকানাভূক্ত থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা) ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে রয়েছে: কোনো ব্যক্তি লোকজন থেকে মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করল এবং ঐ চাঁদার টাকাকে সে নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে ফেলল। অতঃপর সে নিজের পকেট থেকে সম পরিমাণ টাকা মসজিদের নির্মাণ কাজে খরচ করল, (মূলত) এ ধরণের কাজ করার তার কোন অধিকার নেই। যদি সে এধরণের কাজ করে ফেলে এবং চাঁদা-দাতাদেরকে সে চিনে তবে তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অথবা নতুন করে অনুমতি নিতে হবে।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ২য় খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

মসজিদের চাঁদা কাউকে ধার দিলে?

প্রশ্ন: যদি মসজিদের চাঁদার বাক্স থেকে বের করা চাঁদার অপব্যবহার হয়ে যায়, উদাহরণস্বরূপ মসজিদের মুতাওয়াল্লীরা ঐক্যমত হয়ে কোন গরীব মুসাল্লীকে ঋণ হিসাবে দিয়ে দিল, এখন ঐ ব্যক্তি ঋণ শোধ করছেনা-এর সমাধান কি হবে?

উত্তর: প্রথমত মসজিদের চাঁদা থেকে মুক্তাদীকে ধার দেওয়াটাই গুনাহের কাজ। কেননা যে চাঁদা মসজিদের জন্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তা থেকে মুক্তাদীদেরকে ধার দেয়ার কোন প্রথা প্রচলিত নেই। তাদেরকে তাওবা করতে হবে এবং কোন কারণে এ ধার দেয়া টাকা যদি পাওয়া না যায় তবে মুতাওয়াল্লীদের মধ্য থেকে যারা ঐক্যমত হয়ে ধার দিয়েছেন তাদেরকে নিজেদের পকেট থেকে তা আদায় করতে হবে।

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: মুতাওয়াল্লীর জন্য এটা জায়েয নেই, যে ওয়াকফের টাকা কাউকে ধার দিবে বা ধার হিসাবে নিজে গ্রহণ করবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা)

আমানত হিসাবে রাখা হয়েছে এমন চাঁদাকে ধার নেয়া কেমন?

প্রশ্ন: যদি কারো নিকট আমানত হিসাবে মসজিদের চাঁদা রাখা হয়, আর সে আমানতের টাকা ঋণ হিসাবে খরচ করে ফেলে, এখন তাকে কি করতে হবে?

উত্তর: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: মসজিদের হোক বা অন্য কারো আমানত খরচ করে ফেলা যদিওবা ঋণ মনে করে, (এটা) হারাম এবং আমানতের খিয়ানত করার নামান্তর। (তার উপর) তাওবা ও ক্ষমা প্রর্থনা করা ফরয এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক। অতঃপর (যতটুকু পরিমাণ চাঁদা নিজের কাজে খরচ করে ফেলেছে ততটুকু পরিমাণ) পরিশোধ করে দেয়ার দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় হয়ে যাবে, তবে গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হবে না যতক্ষণ না তাওবা করে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

ক্ষতিপূরণ আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: চাঁদার অপব্যবহার করে ফেলেছে এখন ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি কি?

উত্তর: এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায় করার পদ্ধতি হচ্ছে, যে চাঁদা দিয়েছে তাকে জানানো যে, আপনি যে খাতে খরচ করার জন্য আমাকে চাঁদা দিয়েছেন আমি আপনার বলে দেওয়া খাতে (অর্থাৎ আপনি যেখানে যেখানে খরচ করার জন্য বলেছিলেন অথবা যে খাতে খরচ করা উচিত ছিল সে খাতে) ব্যয় না করে অন্য খাতে তা ব্যয় করে ফেলেছি। যদি চাঁদা দাতা সেটাকে মেনে নেয়, (উদাহরণস্বরূপ বলল, কোন অসুবিধা নেই) তবে সে (অপঃব্যবহারকারী) দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি চাঁদা-দাতা মেনে না নেয় তবে যার চাঁদার যত টাকা অপব্যবহার হয়েছে তত টাকা তার নিজের পক্ষ থেকে চাদাঁদাতাকে আদায় করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, (কেউ) মসজিদের ওযুখানা নির্মাণের জন্য বা পানির ট্যাংক লাগানোর জন্য সংগৃহীত চাঁদা এমনিতেই অথবা ব্যবহারের পর অবশিষ্ট থাকার কারণে চাঁদা-দাতার অনুমতি ব্যতীত মসজিদের রং, চুনার কাজে ব্যবহার করে ফেলল। তাহলে এখন যত টাকা রং, চুনার কাজে খরচ হয়েছে তত টাকা চাদাঁদাতাকে নিজের পকেট থেকে ফেরত দিতে হবে। যদি চাঁদা-দাতা মারা গিয়ে থাকেন তবে তার উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়ে দিতে হবে।

বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) উত্তরাধিকারীরা যদি অন্য কোন নেক কাজে খরচ করার অনুমতি দেয় তবে যে যে উত্তরাধিকারী অনুমতি দিবে তাদের অংশ থেকে ঐ নেক কাজে তা ব্যয় করা যাবে। কিন্তু যদি নাবালেগ বা পাগল উত্তরাধিকারী থাকে, তবে তাদের প্রাপ্য সর্বাবস্থায় তাদেরকে পরিশোধ করা ওয়াজিব। কেননা তারা শরীয়াতের দৃষ্টিতে অনুমতি দেয়ার যোগ্য নয়। যদি চাঁদা-দাতার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে অথবা কোন উপায়ে চাদাঁদাতার ঠিকানা পাওয়া না যায়, তবে চাঁদা যে ধরণের কাজে খরচের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল হুবহু সে ধরণের কাজে জরিমানামূলক সমপরিমাণ টাকা খরচ করে দিবে। আর যদি এটাও পারা না যায় তবে এর হুকুম লুকতার মালের (অর্থাৎ পতিত বস্তু, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের) মত অর্থাৎ মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। অথবা অন্য যে কোন নেক কাজ উদাহরণস্বরূপ মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদিতেও খরচ করতে পারবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন: চাঁদার মধ্যে চাঁদা-দাতার মালিকানা থেকে যায়। যে কাজের জন্য চাঁদা-দাতা চাঁদা দেন ঐ কাজে খরচ না হলে তা চাঁদা দাতাকে ফেরত দেওয়া ফরয। অথবা অন্য কোন কাজে (খরচ করে দিন যার) সে অনুমতি দেয়। তাদের (অর্থাৎ চাঁদা-দাতাদের) মাঝে যারা (জীবিত) নেই, তবে তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়ে দিতে হবে।

অথবা তাদের জ্ঞানী প্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশ যে কাজে ব্যয় করার অনুমতি দেয় (সে কাজে খরচ করুন)। হ্যাঁ! তাদের মাঝে যারা (জীবিত) নেই এবং তাদের ওয়ারিশগণও যদি জীবিত না থাকে, বা চাঁদা-দাতা অপরিচিত হয় অথবা মনে পড়ছে না যে কার কার থেকে চাঁদা নিয়েছিল, আর তাতে কি কি ছিল! (সুতরাং এসকল অবস্থায়) তা লুকতার মালের মত (অর্থাৎ পতিত বস্তু, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মত)। নেক কাজের খাত সমূহে যেমন মসজিদ, সুন্নী মাদরাসা, সুন্নী প্রেসের কাজ ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে। وَ اللهُ تَعَالٰی أَعْلَمُ বিস্তারিত জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠায় করা (প্রশ্ন এবং এর উত্তরে দেয়া) ফতোওয়াটি পড়ে নিন।

চাঁদার টাকা হারিয়ে গেলে তবে?

প্রশ্ন: কারো নিকট চাঁদার টাকা আমানত হিসাবে রাখা ছিল এবং তা তার থেকে হারিয়ে যায় বা কেউ চুরি করলে বা কেউ ছিনতাই করে নিয়ে গেলে এসব ক্ষেত্রেও কি তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?

উত্তর: আমানতের সম্পদ যদি ভালভাবে সতর্কতার সাথে রাখা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যায় তবে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, অন্যথায় দিতে হবে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: **প্রশ্ন:** ওয়াকফের মুতাওয়াল্লীর ঘর থেকে বা আলমারী থেকে ওয়াকফের মাল চুরি হয়ে গেল তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি হবে না?

উত্তর: যদি মুতাওয়াল্লী কোন ধরণের অসতর্কতা অবলম্বন না করেন তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি সে তা শপথ করে বলে তাহলে তার কথাকে গ্রহণ করা হবে। আর যদি তিনি অসতর্কতা অবলম্বন করেন যেমন নিরাপদ নয় এমন জায়গায় রেখেছেন বা আলমারী খোলা রেখেছেন তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৫৬৯, ৫৭০ পৃষ্ঠা)

মাদরাসার চাঁদার অপব্যবহারের ক্ষতিপূরণের উপায় সমূহ

প্রশ্ন: মাদরাসার কোন নির্দিষ্ট খাতে নেয়া চাঁদার অপব্যবহারের কারণে যদি ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে তা কার নিকট আদায় করতে হবে?

উত্তর: এর বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে চারটি বর্ণনা করছি। (১) যদি তা যাকাত, ফিতরা বা অন্য কোন ‘সদকায়ে ওয়াজিবার’ টাকা বা বস্তু হয়ে থাকে এবং শরয়ী ফকীরকে দেয়ার আগে বা শরয়ী হিলা করার আগে এর অপব্যবহার হলে যেমন মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন, মাদরাসার নির্মাণ কাজ ইত্যাদিতে ব্যবহার করে ফেললে এর ক্ষতিপূরণ যাকাত, ফিতরা, বা অন্য কোন ওয়াজিব সদকা যে দিয়েছে তাকে (অর্থাৎ, মালিককে) ফেরত দিতে হবে। (২) যদি অপব্যবহার কোন যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র, যেমন চুলা, থালা ইত্যাদি ধরণের বস্তু হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ চাঁদা দানকারীকে ফেরত দিতে হবে।

(৩) যদি তা সাধারণ ভাবে নফল সদকা বা Donation হয়ে থাকে তবে যদি তা মাদরাসার মুতাওয়াল্লী বা মুতাওয়াল্লীর প্রতিনিধি অর্থাৎ, মাদরাসার পরিচালক বা মাদরাসা প্রধানকে দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে তা অপব্যবহার করে ফেলেছে তাকে ক্ষতিপূরণ মাদরাসার ফান্ডেই জমা দিতে হবে কিন্তু যদি তা দানকারীর প্রতিনিধির কাছেই ছিল এবং মাদরাসাকে সোপর্দ করার আগেই সে তা অপব্যবহার করল তবে এর ক্ষতিপূরণ সে চাঁদা দানকারীকেই আদায় করবে (মাদরাসাকে নয়)। দানকারী না থাকলে তার উত্তরাধিকারীদেরকে, যদি তারাও না থাকে তবে যেকোনো শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিবে, যদিওবা সে ঐ মাদরাসার ছাত্র হয়। আর ঐ ছাত্র চাইলে তা গ্রহণ করার পর মাদরাসাকে দিয়ে দিতে পারবে। (৪) যদি এই সমস্যা খাবার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন মাদরাসার পরিচালক মাদরাসার খাবার কোন এমন (অনুপযোগী) ব্যক্তিকে খাওয়ালেন যে তা খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তবে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মাদরাসার ফান্ডেই জমা করে দিতে হবে। উপরোল্লিখিত সব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পাশাপাশি তাওবাও করতে হবে।

যাকাত ভুল খাতে খরচ করে দিলে, এর সমাধান?

প্রশ্ন: মাসয়ালা না জানার কারণে কোন চাঁদা উসুলকারী যাকাত বা ফিতরার টাকা শরয়ী হিলা করা ব্যতীত যাকাত ও ফিতরার খাত নয় এমন ভুল খাতে খরচ করে দিল তবে এর তাওবার পদ্ধতি কি?

উত্তর: এখানে না জানার বিষয়টি কোন ওজর (আপত্তি) হতে পারে না। সে কেন শিখেনি! অথচ চাঁদা সংগ্রহকারী এবং চাঁদা ব্যয় কারীর উপর চাঁদা সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা সমূহ শিখা ফরয। না শিখে থাকলে সে ফরয ত্যাগকারী এবং গুনাহগার হল। ধরুন, যদি কেউ যাকাত-ফিতরার টাকা শরয়ী হিলা করা ব্যতীত ভুল খাতে ব্যয় করে ফেলে তবে তার উপর তাওবার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ দেয়াও আবশ্যক হয়ে পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে যাকাত দিল এবং যিম্মাদার কোন শরয়ী হিলা করা ছাড়া তা মসজিদ নির্মাণের কাজে বা মাদরাসার শিক্ষকের বেতন বা এ ধরনের কোন নেক কাজে খরচ করে ফেলল তবে তাওবার পাশাপাশি তাকে নিজের পকেট থেকে ক্ষতিপূরণও আদায় করতে হবে। যদিওবা তা লাখ টাকার বা কোটি টাকারও হয়। এর জন্য শুধু মৌখিক তাওবা যথেষ্ট নয়।

ক্ষতিপূরণ দেয়ার সামর্থ্য না থাকলে.......?

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি লক্ষ টাকার যাকাত শরয়ী হিলা করা ব্যতীত ভুল খাতে ব্যয় করে ফেলল এবং এখন মাসয়ালা জানতে পারল কিন্তু ক্ষতিপূরণ আদায় করার মত তার সামর্থ্য নেই, এখন সে কি করবে?

উত্তর: যদি সে এখন শরয়ী ফকীর হয়ে থাকে তবে তার উপর যত ক্ষতিপূরণের বোঝা রয়েছে তত পরিমাণ তাকে যাকাত দিয়ে তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হবে,

অতঃপর যার যার যাকাত সে ভুল খাতে খরচ করেছে উপরোল্লিখিত পদ্ধতিনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে অর্থাৎ যাদের যাকাত ছিল তাদেরকে বা তাদের প্রতিনিধিকে ফেরত দিতে হবে। এটাও করা যায় যে, অন্য কোন শরয়ী ফকীর যাকাত-ফিতরার টাকা তার মালিকানায় করে নেয়ার পর যার উপর ক্ষতিপূরণের বোঝা রয়েছে তাকে উপহার হিসাবে দিয়ে দিবে (যাতে সে তা দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে পারে) অথবা তার থেকে অনুমতি নিয়ে তার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিবে। আর উভয় অবস্থায় তাওবা করাও আবশ্যক। এই 'হিলা' এজন্য বয়ান করা হয়েছে যাতে অজ্ঞতার কারণে ভাল কাজের নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও যারা গুনাহ এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের বোঝায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, তাদের জন্য যেন কিছুটা সহজ হয়ে যায়। আবার এটা নয় যে এই হিলার উপর ভিত্তি করে যাকাত-ফিতরা ইত্যাদিকে (مَعَاذَ اللّٰه) অবৈধ ও হারাম পদ্ধতিতে ব্যবহার করা শুরু করে দিবে। যদি এই নিয়্যতে কেউ হারাম কাজ করে যে "পরে তাওবা করে নিব এবং হিলার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ থেকেও বেঁচে যাব" তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার উপর "কাফের হয়ে যাওয়ার" হুকুমও আসতে পারে।

যদি কোন সৈয়্যদের উপর ক্ষতিপূরণের ভার চড়ে যায়, তবে?

<u>প্রশ্ন</u>: যদি কোন সৈয়্যদ এ ধরণের ভুল করে বসে তবে কি করা যায়? তার সাথে তো যাকাতের হিলাও করা যাবে না?

উত্তর: কোন সৈয়্যদ (রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশীয় লোক) সাহেব, মনে করুন! যায়েদের এক লাখ টাকার যাকাত ভুল খাতে খরচ করে ফেলল তবে এখন কোন শরয়ী ফকীরকে চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত যাকাতের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। শরয়ী ফকীর তা নিজের অধিকারে আসার পর সৈয়্যদ সাহেবকে তুহফা (উপঢৌকন) হিসাবে দিয়ে দিবে এবং সৈয়্যদ সাহেব তা নিজের মালিকানায় আসার পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করে দিবে অর্থাৎ যাদের যাকাত আদায়ে ভুল হয়েছিল তাদেরকে বা তাদের প্রতিনিধিদেরকে তা ফেরত দিয়ে দিবে এবং তাওবাও করবে।

যাকাত-ফিতরা ভুল খাতে খরচ করে ফেলল এখন কি করবে?

প্রশ্ন: কয়েকজনের যাকাত-ফিতরার টাকা শরয়ী হিলা করা ব্যতীত ভুল খাতে যেমন মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও শিক্ষকদের বেতন প্রদান ইত্যাদিতে খরচ করে ফেলল! মাসয়ালা জানার পর এখন লজ্জিত। যাকাত-ফিতরা দানকারীদের বা তাদের প্রতিনিধিদের কোন ঠিকানা, পরিচিতিও নেই, ভুল খাতে কত খরচ হল তার হিসাবও নেই, এ সমস্যাটির কিভাবে সমাধান করা যায়?

উত্তর: যদি প্রকৃত মালিকগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণের খোঁজ খবর কোনভাবে বের করা না যায় অথবা তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদেরকেও পাওয়া না যায়,

তবে এমতাবস্থায় যদি চাঁদার পরিমাণ জানা থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে (যিনি যাকাত-ফিতরা ভুল খাতে খরচ করে ফেলেছেন) সমপরিমাণ টাকা ফকীরদেরকে সদকা করে দিতে হবে এবং **আল্লাহ্ তা'আলা**র কাছে অধিক হারে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকবে। এভাবে আশা করা যায় যে **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে 'হক্কে আবদ' (বান্দার হক) থেকে দায়মুক্তির কোন পথ করে দিবেন। আর যদি কত টাকা ভুল খাতে খরচ করে ফেলেছে তা জানা না থাকে এবং তা হিসাব-নিকাশ করেও বের করা না যায়, তবে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে অনুমান করবে কত টাকা খরচ হতে পারে। অতঃপর যত টাকা খরচ হয়েছে বলে প্রবল ধারণা হয় তার চেয়ে কিছু বেশী টাকা (সতর্কতা অবলম্বনের জন্য) ফকীরদেরকে সদকা করে দিবে।

প্রত্যেকে তো আর মাসয়ালা জানেনা, এর সমাধান?

প্রশ্ন: **দা'ওয়াতে ইসলামী** অনেক বড় সংগঠন, প্রত্যেকে এসব মাসায়েল সম্পর্কে অবগত নয়, এসব লেনদেনের সমাধান কি?

উত্তর: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: ইলমে দ্বীন শিখা এতটুকু যে সঠিক আকীদা সম্পর্কে জানা যায় এবং ওযু, গোসল, নামায, রোযা ইত্যাদি জরুরী আহকাম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত, কৃষককে কৃষি সংক্রান্ত, শ্রমিককে শ্রম সংক্রান্ত,

চাকুরী জীবিকে চাকুরী সংক্রান্ত, মোটকথা যে যে অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৪৭, ৬৪৮ পৃষ্ঠা) অতএব যার উপর যাকাত ফরয হয়েছে তার উপর যাকাত সংক্রান্ত মাসায়েল শিখাও ফরয। এভাবে চাঁদা-সংগ্রহকারীদের উপরও চাঁদা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা ফরয। দেখুন! নফসের প্রতারণায় এসে মনোবল হারিয়ে ইসলামের মহান খিদমতের জন্য চাঁদা তোলার কাজ থেকে দূরে সরে যাবেননা। মেনে নিলাম, (জরুরী মাসায়েল শিখতে হবে এ ভয়ে) আপনি এ কাজ থেকে দূরে সরেও গেলেন, কিন্তু এ ধরণের তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে না জানা ব্যক্তিদের আরও বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান অর্জন করা ফরয হয়ে থাকে, যেগুলো সম্পর্কে অল্প সামান্য এইমাত্র ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার আংশিক আলোচনায় জানতে পারলেন। অতএব, সাহস করুন এবং শিখার জন্য কোমর বেঁধে নামুন। আমার প্রত্যেক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের কাছে বিনীত মাদানী অনুরোধ আপনারা যাদেরকে চাঁদা এবং কোরবানির চামড়া সংগ্রহের দায়িত্ব দিবেন তাদেরকে শরয়ী মাসায়েলের ব্যাপারে প্রশিক্ষণও দিবেন।

চাঁদা-সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি

প্রশ্ন: চাঁদা ও চামড়া সংগ্রহকারীদের শরয়ী মাসায়েল সম্পর্কে কিভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

উত্তর: ফতোওয়ায়ে রযবীয়া এবং বাহারে শরীয়াত ইত্যাদি কিতাব সমূহ এসব মাসয়ালা দ্বারা সমৃদ্ধ। অতএব এগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। এই কিতাব **"চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** অধ্যয়ন করার জন্য ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদেরকে খুব জোর দিবেন। সময় নির্ধারণ করে এ কিতাবের দরসেরও ব্যবস্থা করুন। যে মাসয়ালা বুঝে না আসে তা নিজের মত করে বুঝে না নিয়ে ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কাছ থেকে বুঝে নিন। বুঝার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, এ কিতাবে লিখা প্রশ্নোত্তর কোন আলিমকে দেখিয়ে তা বুঝিয়ে দেয়ার আবেদন পেশ করবেন। প্রাসঙ্গিকভাবে অনুরোধ করছি, এই রিসালাটি ওলামায়ে কেরামের খিদমতে আদবের সহিত উপহার স্বরূপ পেশ করে তাদের দো'আ নিবেন। যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রত্যেক যেলী যিম্মাদার ইসলামী ভাই (এবং ইসলামী বোন) নিজের এবং নিজের অধীনের সবার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন, তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই ও বোনদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উপরস্থ যিম্মাদারদেরও একসাথে মিলে কাজ করে মাদানী ইনকিলাব (বিপ্লব) আনতে হবে।

চাঁদা ব্যক্তিগত একাউন্টে জমা করানো কেমন?

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি মাদরাসার চাঁদার টাকা নিজের টাকার সাথে এমনভাবে মিলিয়ে নিল যে একরকমের সব নোটের মিশ্রণ হয়ে গেল, তার খেয়াল ছিল যে মাদরাসায় যখন লাগবে তখন এখান থেকে বের করে খরচ করবে-এর হুকুম কি?

উত্তর: যদিওবা তার নিয়্যত চাঁদার টাকা আত্মসাৎ করা উদ্দেশ্য ছিল না, তারপরও সে গুনাহগার হবে। এভাবে চাঁদার টাকা ব্যক্তিগত টাকার সাথে এমন ভাবে মিলিয়ে নেয়া যে, চাঁদার টাকার নোটগুলো শনাক্ত করা যায় না, (এটা) জায়েয নয়। এছাড়াও এর আরও অনেক খারাপ দিকও রয়েছে। যেমন যদি কেউ জানে তবে তার উপর অপবাদ দিতে পারে, যদি মৃত্যু হয়ে যায় তবে এ চাঁদার টাকাগুলো আর পাওয়া না যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চাঁদার টাকা যদি ঘরে রাখতে হয় তবে এগুলোর সাথে একটা কাগজে এটা লিখে মিলিয়ে রাখা উচিত যে "এগুলো অমুক অমুক থেকে এত এত পরিমাণে অমুক অমুক খাতে ব্যয় করার জন্য সংগ্রহ করা চাঁদা"। মোটামুটি এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে (হঠাৎ মৃত্যু হয়ে গেলে) দুনিয়াতে পরবর্তীদের জন্য তা নির্ণয় করা সহজতর হয় এবং আখিরাতে দায়মুক্ত হওয়া যায়। চাঁদার টাকা নিজের টাকার সাথে মিলিয়ে নেয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ফতোয়া লক্ষ্য করুন। যেমন তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: যখন ঐ সমস্ত টাকা ওকীল (চাঁদা সংগ্রহকারী) নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে বা এমনভাবে মিলিয়ে নেয় যে এখন তা আর শনাক্ত করে পৃথক করা যায় না, তবে (চাঁদা-দাতার) ঐ মাল নষ্ট হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে। আর ওকীলের (চাঁদা সংগ্রহকারীর) উপর তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।

কেননা, কারো মালকে নিজের মালের সাথে মিলিয়ে রাখা ঐ মালকে বিনষ্ট করে ফেলারই নামান্তর। আর (ঐ) মাল বিনষ্টকারী ব্যক্তি আত্মসাৎকারীর মতই। সুতরাং আত্মসাৎকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা আবশ্যক।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৫৫৪ পৃষ্ঠা)

আত্মসাৎ করা মালের পরিচয়

প্রশ্ন: আত্মসাৎ করা মালের সংজ্ঞা কি?

উত্তর: সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেছেন: মালে মুতাকাওয়িম {অর্থাৎ- এমন মাল যার (বাজার মূল্য রয়েছে) তা শরীয়াতের সংজ্ঞানুযায়ী মাল বলে পরিচিত} মুহতারাম (অর্থাৎ যা শরীয়াতে সম্মানিত বলে বিবেচিত) মনকুল (তথা যে মাল স্থানান্তরযোগ্য, এ ধরণের মাল) থেকে বৈধ মালিকানা সরিয়ে অবৈধ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার নামই 'গছব' বা আত্মসাৎ। যদি তা অপ্রকাশ্যে করা না হয়।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

সুদের টাকা দিয়ে মসজিদের টয়লেট বানানো কেমন?

প্রশ্ন: সুদের টাকা দ্বারা গরীবদেরকে সাহায্য করা বা মসজিদের টয়লেট বানানো কেমন? সুদের টাকা কি চাঁদা হিসাবে দেয়া যায়?

উত্তর: কেউ যদি সুদের টাকা নেক কাজে খরচ করার জন্য চাঁদা হিসাবে নেয়, তবুও তার সুদের টাকা নেয়ার গুনাহ হবে।

কোন নেক কাজে সুদ বা অন্য কোন হারাম মাল ব্যবহার করা যাবে না। বরং সুদের মালের ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে, যার থেকে নিয়েছে তাকে ফেরত দেয়া, অথবা তা সদকা করে দেয়া। যেহেতু চুরি, ঘুষ এবং গুনাহের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে, তা কোন নেক কাজে খরচ করা যাবে না। বরং এতে এটা জরুরী যে, যার টাকা তাকেই ফেরত দিতে হবে। সে যদি মারা যায় তবে তার উত্তরাধিকারীদেরকে দিতে হবে আর তাদেরকেও পাওয়া না গেলে তখন তা সদকা করে দেওয়ার হুকুম রয়েছে। যেমন: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: যে মাল ঘুষ, গান বা চুরির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এর ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে তা যাদের থেকে নেয়া হয়েছে তাদেরকে ফেরত দেয়া ফরয। তারা না থাকলে তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়ে দিবে, তাদেরকেও পাওয়া না গেলে ফকীরদেরকে সদকা করে দিতে হবে। কেনা-বেচা, যে কোন কাজে এ মাল ব্যবহার করা অকাট্য হারাম। উপরোল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া এ ভারী বোঝা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন পন্থা নেই। এ হুকুম সুদ ও অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে পার্থক্য হচ্ছে সুদ ও অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যার থেকে নিয়েছে তাকে ফেরত দেওয়া ফরয নয়। বরং তার স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে চাইলে যার থেকে নিয়েছে তাকে ফেরত দিবে অথবা (তাকে ফেরত না দিয়ে) প্রথমেই সদকা করে দিতে পারবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা)

আর এটাও স্মরণ রাখবেন যে, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম মালকে নেক কাজে খরচ করে সাওয়াবের আশা করার ব্যাপারে আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: হারাম মালকে নেক কাজে খরচ করে যে ভাবে পবিত্র হালাল মাল খরচ করলে সাওয়াব পাওয়া যায়, সেভাবে সাওয়াবের আশা করা মারাত্মক হারাম বরং ফুকাহায়ে কেরামরা (এটাকে) “কুফর” লিখেছেন। হ্যাঁ! শরীয়াত যে হুকুম দিয়েছে, “হকদার (অর্থাৎ প্রথমে যার মাল তাকে, অথবা তার অনুপস্থিতিতে উত্তরাধিকারীদেরকে, তারাও) না থাকলে ফকীরদেরকে সদকা করে দেয়া”, এই বিধানকে মেনে চলার কারণে এর উপর (অর্থাৎ শরীয়াতের হুকুমের উপর আমল করার কারণে) সাওয়াবের আশা করা যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৫৮০ পৃষ্ঠা)

সুদের টাকা দ্বারা হজ্ব

প্রশ্ন: সুদ ইত্যাদি মাল দ্বারা হজ্ব করলে হজ্ব কবুল হবে নাকি নয়?

উত্তর: কবুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১ম খন্ডের ১০৫১ পৃষ্ঠায়, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্‌তী আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: হজ্বের জন্য পাথেয় হালাল মাল থেকে নিতে হবে, অন্যথায় হজ্ব কবুল হওয়ার কোন আশা নেই, যদিওবা ফরয আদায় হয়ে যাবে।

লুণ্ঠিত মাল দ্বারা হজ্ব-কারীর ভয়ানক কাহিনী

কিছু বুজুর্গরা বর্ণনা করেছেন: আমরা একবার হজ্বে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় আমাদের একজন সহযাত্রী মারা গেলেন। আমরা (স্থানীয়) এক লোক থেকে একটা কোদাল চেয়ে নিলাম। কবর খনন করে তাকে ওখানে দাফন করে দিলাম। আমাদের অন্যমনস্কতায় কোদালটি কবরের ভিতর রয়ে গেল। তা বের করার জন্য আমরা যখন কবরের মাটি সরালাম, একটা ভয়ানক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে পড়ল। তার হাত-পা ঐ কোদালের সাথে পেঁচানো ছিল! আমরা কবর তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিলাম এবং কোদালের মালিককে কিছু টাকা দিয়ে দ্রুত সরে পড়লাম। অতঃপর হজ্ব শেষে দেশে ফেরার পর তার বিধবা স্ত্রীকে তার আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল: একদা তার সাথে একজন ধনী ব্যক্তি সফর করে। রাস্তায় সে তাকে হত্যা করে তার মাল দখল করে নেয়। আর ঐ মাল দ্বারাই সে জিহাদ ও হজ্ব করতে লাগল। (শরহুস সুদুর, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

হারাম মাল দ্বারা হজ্ব-কারীর নিন্দা

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, শাহ মাওলানা আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ লিখেছেন: সুদের মাল দ্বারা যদি নেক কাজ করা হয়, এর মধ্যে কোন সাওয়াবের আশা নেই। হাদীস শরীফে রয়েছে: যে হারাম মাল নিয়ে হজ্বে যায় এবং লাব্বাইক বলে,

অদৃশ্য থেকে আহ্বানকারী ফেরেশতা তাকে উত্তর দেয়, “না তোর লাব্বাইক কবুল, না তোর কোন খিদমত কবুল এবং তোর হজ্ব তোর মুখেই নিক্ষিপ্ত করা হল।[১] যতক্ষণ না এই হারাম মাল যা তোর দখলে রয়েছে তা এর পাওনাদারদেরকে ফেরত দিস!” হাদীস শরীফে রয়েছে: **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয়ই **আল্লাহ্** পবিত্র এবং পবিত্র জিনিসকেই কবুল করে থাকেন।”[২]

সুদ না নিলে ব্যাংকের মালিক অপব্যবহার করতে পারে!

প্রশ্ন: আজকাল Saving account (সঞ্চয়ী হিসাব) খুললে ব্যাংক থেকে সুদ পাওয়া যায়। যদি আমরা তা গ্রহণ না করি তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর অপব্যবহার করতে পারে, বদ-মযহাবীদেরকে দান করার আশংকাও রয়েছে। এ অবস্থায়ও কি আমরা সুদ নিয়ে সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজে খরচ করতে পারব না?

উত্তর: এ পরিস্থিতিতেও যদি ব্যাংক থেকে সুদ গ্রহণ করেন তবে গুনাহগার হবেন। Saving account (সঞ্চয়ী হিসাব) খোলাই জায়েয নেই। কেননা এ ধরণের Account-এ সুদ আসে। ওলামায়ে কেরামগণ Saving account (সঞ্চয়ী হিসাব) খুলতে নিষেধ করেছেন এবং CURRENT ACCOUNT (চলতি হিসাব) খোলার অনুমতি দিয়েছেন।

---

[১] (ইত্তেহাফুস সা'দাতুল মুত্তকীন বিশরহে ইহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন, ৪র্থ খন্ড, ৭২৭ পৃষ্ঠা)

[২] (সহীহ মুসলিম, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস; ১০১৫)

কেননা এতে সুদ আসে না। মনে রাখবেন! শরীয়াতে সুদ অকাট্য হারাম। সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্য-দানকারী, সুদের লিখক (হিসাব কারী) সবাই গুনাহগার এবং জাহান্নামের শাস্তির হকদার। সুদের মন্দ পরিণতির ব্যাপারে তিনটি শিক্ষামূলক কাহিনী পড়ুন এবং **আল্লাহ্**র ভয়ে কম্পিত হোন।

(১) রক্তের নদী

শাহানশাহে আবরার, রাসূলে মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমি শবে মেরাজে দেখলাম যে, দুই ব্যক্তি আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। অতঃপর আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা একটা রক্তের নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। নদীর মাঝে একটা লোক দণ্ডায়মান ছিল এবং নদীর তীরে অন্য আরেকজন লোক দাড়ানো ছিল, যার সামনে পাথর রাখা ছিল। নদীতে থাকা ব্যক্তিটি যখন নদী থেকে বের হতে চাইতো তখন তীরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি তার মুখে পাথর মেরে তাকে তার জায়গায় পৌঁছিয়ে দিত। এভাবে চলতে লাগল যে, যখনই নদীতে বিদ্যমান থাকা ব্যক্তিটি নদী থেকে বের হতে চাইতো, তীরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটি তখনই তাকে পাথর মেরে তার জায়গায় ফিরিয়ে দিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ‘নদীর ভিতরে এ ব্যক্তিটি কে?’ উত্তর পেলাম: এ ব্যক্তিটি সুদ গ্রহণকারী।”

(বুখারী, ২য় খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০৮৫)

(২) যেন মায়ের সাথে ব্যভিচার

খাতামুল মুরসালীন, রহমাতাল্লিল আলামিন, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সুদ ৭২টি গুনাহের সমষ্টি। এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা (গুনাহ হচ্ছে) এরকমই যেন নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে কোন মুসলমানকে অপমান করা।"

(ইমাম তবরানী প্রণীত আল-মুজামুল আওছাত, ৫ম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৭১৫১)

(৩) পেটের মধ্যে সাপ

হুযুর, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি মেরাজের রাতে এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যাদের পেট ঘরের মত ছিল এবং সেখানে সাপ ছিল যা পেটের বাইরে থেকেও দেখা যাচ্ছিল। আমি জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম "এরা কারা?" তিনি উত্তর দিলেন: এরা সুদ ভক্ষণকারীগণ।" (ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭২, হাদীস নং ২২৭৩)

বিখ্যাত মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের পাদটিকায় লিখেছেন: আজ যদি পেটে সামান্য পোকা সৃষ্টি হয় তবে সুস্থতা বিনষ্ট হয়ে যায়, মানুষ অস্থির হয়ে যায়। এখন বুঝে নিন যে, যখন তার পেট সাপ-বিচ্ছুতে ভরে যাবে, তবে তার কষ্ট ও অস্থিরতার অবস্থা কেমন হবে? **আল্লাহ্**র পানাহ! (মিরআতুল মানাযিহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

মাদরাসায় আগত অতিথিদের আপ্যায়ন

প্রশ্ন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনাতে (সময়ে অসময়ে) মেহমান এসে থাকেন। তাদেরকে জামেয়াতুল মদীনার চাঁদা থেকে আপ্যায়ন করা, যেমন: খাবার, চা, পানি ইত্যাদি পরিবেশন করা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হোক সবার জন্য এটাই শরীয়াতের হুকুম যে, যতটুকু রীতি প্রচলিত থাকে ততটুকু আপ্যায়ন করা যাবে। কিন্তু বাস্তবেই মেহমান হতে হবে। যেমন ওলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে কেরাম, এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্ববান মানুষেরা যারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন জামেয়াতুল মদীনা পরিদর্শনে এসে থাকেন। এসব মেহমান এবং তাদের সাথে আগত সাথীদের আপ্যায়ন করা যাবে। প্রয়োজনে আপ্যায়নকারী নিজেও মেহমানদের সাথে খাবারে শরীক হতে পারবে। প্রচলিত রীতির পরিপন্থি নিজের বন্ধুদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের (জামেয়া বা মাদরাসায়) রাখা, (তাদের) খাওয়ানো, পান করানো জায়েয নেই।

অনুপযুক্ত (হকার নয় এমন) ব্যক্তি মাদরাসার খাবার খেয়ে ফেলল, তবে?

প্রশ্ন: যদি মাদরাসার ছাত্রদের খাবার কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি খেয়ে ফেলে তবে এর গুনাহ এবং ক্ষতিপূরণ কার উপর বর্তাবে?

উত্তর: যদি মাদরাসার পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত যিম্মাদার বা খাবার বণ্টনকারী জেনে বুঝে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে খাবার দিল তবে সে গুনাহগার হল, তাকে তাওবাও করতে হবে, ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর খাবার যাকে দিয়েছে সেও যদি জানে যে 'আমি এ খাবারের হকদার নই' তবে সেও গুনাহগার হল। কিন্তু তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তাওবা করতে হবে। মাদরাসার খাবার ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছিল, এর মধ্যে কোন হকদার নয় এমন ব্যক্তি যদি এসে বসে যায় তবে এর ক্ষতিপূণ আহার-কারীর উপর বর্তাবে, বণ্টনকারীর উপর নয়।

মাসয়ালা জানা ছিল না এবং খেয়ে ফেলল তবে?

প্রশ্ন: মাসয়ালা জানা ছিল না, তারপরও কি অজ্ঞতাবশত মাদরাসার ছাত্রদের খাবার ইচ্ছাকৃত-ভাবে খাওয়া গুনাহ হবে?

উত্তর: কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুনাহ। যেমন এটা যে মাদরাসার খাবার তা তার জানা ছিল এবং আহারকারী মাদরাসার বিশেষ কোন মেহমান নন (অর্থাৎ, মাদরাসা পরিদর্শকদের সাথে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে নয়), তবে মাসয়ালা জানা না থাকলেও গুনাহগার হবে। যেহেতু এ ধরণের মাসয়ালা জানা আবশ্যক।

হকদার নয় এমন ব্যক্তিকে খাবার না দেয়া ওয়াজিব

প্রশ্ন: যদি খাবার বণ্টন করার সময় হকদার নয় এমন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা যায়, তাকে কি খাবার থেকে বারণ করা ওয়াজিব?

যদি বণ্টনকারী ঐ ব্যক্তিকে বারণ না করে এবং উক্ত ব্যক্তিটি অজ্ঞতা বশত ছাত্রদের খাবার খেয়ে ফেলে, তবে এর গুনাহ ও ক্ষতিপূরণ কি বণ্টনকারীর উপরও বর্তাবে?

উত্তর: যদি হকদার নয় এমন ব্যক্তিকে দেখা যায় এবং তার হকদার না হওয়ার ব্যাপারটিও জানা থাকে তবে বণ্টনকারীর উপর ওয়াজিব তাকে খাবার না দেয়া, দিলে গুনাহগার হবে এবং তাকে (বণ্টনকারীকে) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হ্যাঁ, তবে সবাই মিলে এক থালায় খাচ্ছিল, এতে কোন হকদার নয় এমন ব্যক্তি বসে গেল, বণ্টনকারীর নিয়্যত ছিল শুধু হকদারদেরকে দেয়া এবং ঐ হকদার নয় এমন ব্যক্তিকে খাবার থেকে বারণ করতেও সে সক্ষম নয়, এমতাবস্থায় বণ্টনকারী গুনাহগার হবে না। যদি বণ্টনকারী বারণ করতে সক্ষম কিন্তু সংকোচের কারণে বারণ করেনি তবে গুনাহগার হবে। নিষেধ করার জন্য কোন উত্তম পন্থা গ্রহণ করুন। যেমন বিষয়টি তার কানে কানে খুব নম্রভাবে বলে দিন বা মাসয়ালা লিখে তাকে পেশ করুন যাতে কোন ধরণের সমস্যা দেখা না দেয়। যদি বারবার সময়ে অসময়ে ছাত্রদের খাবারে হকদার নয় এমন ব্যক্তিদের শরীক হওয়ার ঘটনা ঘটে তবে এই কথাটুকুকে একটি কাগজে লিখে নিজের কাছে রাখুন এবং তাদের দেখাতে থাকুন: "অত্যন্ত লজ্জার সাথে মাদানী অনুরোধ করছি, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না, শরীয়াতের হুকুম বর্ণনা করছি: এগুলো মাদরাসার খাবার, আপনার জন্য এগুলো খাওয়া শরীয়াত মতে জায়েয নেই।"

মাদরাসায় বাহির (এলাকা) থেকে যদি অনেক খাবার এসে যায় তবে কি করা যায়?

প্রশ্ন: মাঝে মধ্যে লোকেরা বিবাহের দাওয়াত, মৃত ব্যক্তির ইছালে সাওয়াব, অথবা বুজুর্গদের ফাতিহার খাবার অধিক পরিমাণে তাও আবার অসময়ে মাদরাসায় পাঠিয়ে দেয়। এ খাবার হয়ত ছাত্রদের কাজে আসে না, কিছু কাজে আসলেও কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। যদি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তবে অন্য কাউকে খাওয়ানো যাবে কি যাবে না?

উত্তর: সাধারণ মানুষদেরকে পেশ করে দিতে পারেন। অসময়ে পাঠানো খাবার সাধারণত তা ঐ ধরণের হয়ে থাকে যা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অবশিষ্ট রয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা মাদরাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রবল ধারণানুযায়ী এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ছাত্রদের খিদমত করা নয় বরং উদ্দেশ্য এটা যে এ খাবার যাতে এমনিতে নষ্ট না হয়ে কারো কাজে আসে। এ ধরণের খাবার অনেক সময় শেষ পর্যন্ত মাদরাসায়ও নষ্ট হয়ে যায়। মাদরাসার পরিচালকের উচিত প্রয়োজন না হলে এ ধরণের খাবার গ্রহণ না করা। যদি গ্রহণ করেই ফেলে তবে তার উচিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আদায় করা এবং খাবারকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে সাওয়াব অর্জন করা। সম্ভব হলে ফ্রিজে রেখে দিন, যাতে পরের দিন কাজে আসে। এ ধরণের খাবার গ্রহণ করার সময় নিরাপদ এটাই যে, মালিক থেকে শুধুমাত্র ছাত্রদের খাওয়ানোর শর্তকে দূর করে যে কোন কাউকে খাওয়ানোর, বণ্টন করার ইত্যাদির অনুমতি নিয়ে নেয়া।

মাদরাসার খাবার অবশিষ্ট থেকে গেলে.....?

প্রশ্ন: ঐ খাবার যা মাদরাসায় রান্না করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট থেকে গেল, পরবর্তী সময়েও যদি ছাত্ররা তা না খায়, নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায় তা কি মহল্লায় বণ্টন করা যাবে?

উত্তর: জ্বী, হ্যাঁ! মহল্লা-বাসী বা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করতে পারবেন।

কাফেলার মুসাফিরদের মাদরাসার রান্নাঘরে খাবার রান্না করা

প্রশ্ন: যদি জামেয়াতুল মদীনা সংলগ্ন মসজিদে মাদানী কাফেলা অবস্থান করে এবং কাফেলার মুসাফিররা যদি জামেয়াতুল মদীনার রান্না ঘরে এসে নিজেদের খাবার রান্না করে, তা কি জায়েয নাকি নয়?

উত্তর: জায়েয (বৈধ) নয়। কেননা, গ্যাসের বিল, দিয়াশলাই, থালা, ইত্যাদিতে চাঁদার টাকা খরচ করা হয়। অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, লোকেরা জামেয়াতুল মদীনার জন্য থালা ইত্যাদি পর্যন্ত ওয়াকফ করে দিয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় বাইরের লোকদের এসব ব্যবহার করা বৈধ নয়। মাদানী কাফেলার মুসাফিরদের উচিত নিজেদের চুলা, থালা ইত্যাদির ব্যবস্থা সাথে রাখা, এমনকি লবণ কম হলেও যাতে মাদরাসা থেকে নেয়া না হয়। মনে রাখবেন, এটা মনে করেও নিতে পারবেন না যে, চল! এখন নিয়ে নিই, পরে টাকা দিয়ে দিব বা যতটুকু নিয়েছি এর চেয়ে আরও বেশী পরিমাণে দিয়ে দিব।

কথা প্রসঙ্গে বলছি, সর্বাবস্থায় এই বিষয়টির খেয়াল রাখতে হবে যে, মসজিদের বরান্দায় বা মসজিদের বাইরে এমন জায়গায় খাবার রান্না করবেন, যেখান থেকে মসজিদের ভিতরে ধোঁয়া বা দুর্গন্ধ প্রবেশ করবে না। খাবার খাওয়া, রান্না করা, ধৌত করা ইত্যাদি কোন কাজে মসজিদের মেঝে বা চাটাই ইত্যাদি যাতে ময়লাযুক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরী।

কাফেলার মুসাফিরদের মসজিদের বারান্দায় খাবার রান্না করা

প্রশ্ন: মাদানী কাফেলার মুসাফিরদের মসজিদের বারান্দায় খাবার পাকানো কি জায়েয?

উত্তর: মসজিদকে দুর্গন্ধময় বস্তু থেকে বাঁচানো ওয়াজিব। যদি মসজিদের বারান্দায় খাবার পাকানোর পাশাপাশি মসজিদকে (দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর দুর্গন্ধ, কাঁচা মাংস, কাঁচা পিয়াজ, কাঁচা রসুন ইত্যাদির) দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা যায় তবে জায়েয (বৈধ)।[৩] অবশ্য উপরোল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে যে সকল সতর্কতার বিষয়াবলী উল্লেখ করা হয়েছে, এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

---

[৩] মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **"মসজিদ সুবাসিত রাখুন"** এর অধ্যয়ন খুব বেশি জরুরী। **"ফয়যানে সুন্নাত"** ১ম খন্ডের **"ফয়যানে রমযান"** পর্বের ১২০৭ পৃষ্ঠা থেকে ১২২৭ পৃষ্ঠা এর মধ্যেও এই রিসালাটির সারসংক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

মাদানী কাফেলার মুসাফিররা কি জামেয়াতুল মদীনার খাবার খেতে পারবে?

প্রশ্ন: মাদানী কাফেলার মুসাফিররা কি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** জামেয়াতুল মদীনার অথবা অন্য কোন মাদরাসার ছাত্রদের খাবার খেতে পারবে?

উত্তর: খেতে পারবে না।

মাদরাসার কম্বল অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে কি পারবে না?

প্রশ্ন: মাদানী কাফেলা মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে অবস্থান করল, এখন শীতের কারণে মুসাফিররা কি ছাত্রদের জন্য মাদরাসাকে প্রদত্ত কম্বল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর: ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত কম্বল ছাত্ররা ছাড়াও শিক্ষক, কর্মচারী, এবং মেহমানগণ ব্যবহার করতে পারবেন। তারা ব্যতীত মাদানী কাফেলার মুসাফিররা বা অন্য কোন সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করতে পারবে না। হ্যাঁ, দানকারী যদি দেয়ার আগে স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, "মাদানী কাফেলার মুসাফিররা সহ যে কোন সাধারণ মুসলমান তা ব্যবহার করতে পারবে", তবে করা যাবে।

মসজিদের Cooler এর ঠাণ্ডা পানি ঘরে নিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন: নিজের দোকানে বা ঘরে পান করার জন্য মসজিদ বা মাদরাসার Cooler থেকে ঠাণ্ডা পানি ভরে নিয়ে যাওয়া কেমন? যদি মুয়াজ্জিন থেকে অনুমতি নেয়া হয় তবে?

উত্তর: নাজায়েয (অবৈধ)। মুয়াজ্জিন, খাদেম, ইমাম এমনকি মুতাওয়াল্লীও চাঁদার ঐ সকল বস্তুকে শরীয়াতের হুকুমের বিপরীতে ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারেন না।

মসজিদের নরমাল পানি ভরে নিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন: তবে কি মসজিদ-মাদরাসা থেকে নরমাল পানিও ভরে নিয়ে যাওয়া যাবে না?

উত্তর: যে সমস্ত এলাকায় মসজিদ-মাদরাসা থেকে পানি ভরে নিয়ে যাওয়ার প্রচলন রয়েছে সে সমস্ত এলাকায় জায়েয। আর যেখানে এ ধরণের প্রচলন নেই ওখানে নাজায়েয। কোথাও পানি প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে আর লোকেরা পানি বালতি ভরে ভরে নিয়ে যায়, আবার কোথাও পানির খুব সংকট হয়ে থাকে এবং অবস্থা এমন হয় যে, মোটর কখনো চলে তো কখনো চলেনা এবং টাকা দিয়ে ট্যাংকার থেকে পানি কিনতে হয়, এমন সংকটাবস্থায় শুধু এক বা অর্ধ বোতল পানি ভরার অনুমতি রয়েছে। এতেও ওখানকার প্রচলিত রীতি দেখতে হবে। যদি প্রচলন না থাকে তবে এক বোতল পানিও নেয়া যাবে না। যদি মসজিদ বা মাদরাসার পরিচালনা কমিটি এটা লিখে দেন যে, "পানি ভরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ", তবে সে ক্ষেত্রেও পানি ভরে নিয়া যাওয়া যাবে না।

মোট কথা, পানির কম-বেশী হওয়ার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক এলাকার মসজিদ-মাদরাসার স্ব-স্ব কিছু প্রচলিত নিয়ম নীতি থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় জায়েয, না জায়েয হওয়া নির্ধারিত হবে।

মাদরাসা যদি বড় দালানে হয় তবে এর পানির হুকুম

প্রশ্ন: যদি কোন বড় দালানে মাদরাসা হয়ে থাকে (এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ দালান মাদরাসা নয়, দালানের কয়েকটি কক্ষ মাদরাসার কাজে ব্যবহৃত) এবং সম্পূর্ণ দালানের জন্য একটি মাত্র ট্যাংক থাকে, তবে কি এরপরও মাদারাসার নল থেকে বের হওয়া পানি মাদরাসারই পানি বলে বিবেচিত হবে?

উত্তর: জ্বী, না। এ অবস্থায় এ পানিকে মাদরাসার ওয়াকফের পানি বলা যাবে না। হ্যাঁ, তবে যদি মাদরাসার জন্য আলাদা ট্যাংক বসানো হয় তবে তা মাদরাসার ওয়াকফের পানি বলে বিবেচিত হবে।

মসজিদের জিনিসপত্র মাদরাসায় ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্ন: যদি মসজিদ এবং মাদরাসা পাশাপাশি হয় তবে মসজিদের চাটাই, কুরআন রাখার রিয়াল (কাঠের তৈরি বিশেষ মঞ্চ), কুরআন শরীফ ইত্যাদি মাদরাসায়, অনুরূপ মাদরাসার এ ধরণের বস্তু মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: করা যাবে না। যে সমস্ত বস্তু মাদরাসার ছাত্রদের জন্য কেউ ওয়াকফ করেছে, তা শুধু মাদরাসার ছাত্ররা ব্যবহার করবে। আর যা মসজিদের মুসাল্লীদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তা শুধু মসজিদের মুসাল্লীরা ব্যবহার করবে।

হ্যাঁ, কোন ছাত্র যদি মসজিদে এসে মসজিদের কুরআন তিলাওয়াত করে তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এতে নিজের নাম, ঠিকানা, সবক ইত্যাদির জন্য বিশেষ কোন দাগ দেয়া যাবে না। অবশ্য এমন মাদরাসা যা স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষ নামে আলাদা কোন মাদরাসা নয়, বরং যা মসজিদেরই দালানের এক কোণায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যাকে ‘মসজিদের মাদরাসা’ও বলা হয়ে থাকে, এ ধরণের মাদরাসার কোন বস্তু যদি মসজিদে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তবে কোন অসুবিধা নেই। কেননা প্রচলিত রীতিতে এসব জায়গার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয় না এবং ব্যবহারের প্রচলনও ঠিক এরূপ হয়ে থাকে।

মসজিদ ও মাদরাসার জিনিসপত্র আলাদা আলাদা রাখার মাদানী ফুল

প্রশ্ন: যেখানে মসজিদ ও মাদরাসাতুল মদীনা পাশাপাশি হয়, ওখানে এ ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করা খুব কঠিন। যদি এ ব্যাপারে কোন মাদানী ফুল মিলে যায় তবে মদীনা মদীনা হত?

উত্তর: যেখানে মসজিদ ও মাদরাসা পাশাপাশি হয় কিন্তু ঐ মাদরাসাটি ‘মসজিদের মাদরাসা’ না হয়, সেখানে মসজিদের কুরআন শরীফের উপর এটা লিখে দেয়া যেতে পারে যে, “মসজিদের জন্য ওয়াকফ, মাদরাসায় নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ”।

অনুরূপভাবে মাদরাসার কুরআন শরীফের উপরও এটা লিখে দিন যে, “মাদরাসাতুল মদীনার জন্য ওয়াকফ, মসজিদে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ”। যদি ওয়াকফকারীর পক্ষ থেকে মসজিদ ও মাদরাসা উভয় স্থানে ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রকারের অনুমতি থাকে, তবে এরূপ লিখে দিন, “মসজিদ ও মাদরাসাতুল মদীনার জন্য ওয়াকফ”। এভাবে চাটাই, মাদুর ইত্যাদি অন্যান্য জিনিসপত্রে বিশেষ চিহ্ন লাগিয়ে দিন। উদাহরণস্বরূপ, মাদরাসার জিনিসপত্রে তারা “❁” চিহ্ন এবং মসজিদের জিনিসপত্রে চাঁদ “☾” চিহ্ন লাগিয়ে দিন, এবং ছাত্রদেরকে চিহ্নগুলোর উদ্দেশ্য জানিয়ে দিতে হবে।

মাদরাসার কিতাবে নিজের নাম ইত্যাদি লেখা কেমন?

প্রশ্ন: ছাত্ররা মাদরাসার কুরআন শরীফ, কায়েদা, বা অন্য কোন পাঠ্য বইয়ের উপর নিজের নাম ইত্যাদি লিখতে পারবে নাকি পারবে না?

উত্তর: পরিচালনা কমিটি কর্তৃক কিতাবগুলোর উপর যেন নাম্বার লিখে দেয়া হয় এবং ছাত্ররা তা স্মরণ রাখবে। ছাত্ররা নিজ থেকে নাম ইত্যাদি কিছু লিখবে না।

মাদরাসার ডেস্ক ভেঙ্গে ফেললে?

প্রশ্ন: কেউ মাদরাসার ডেস্ক ভেঙ্গে ফেললে কি করবে?

উত্তর: যদি তার নিজের ভুলের কারণে ডেস্ক ভেঙ্গে গেল বা অন্য কোন ক্ষতি হল তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি তার ভুলের কারণে না হয়, তবে এর জন্য সে দায়ী নয়।

মাদরাসার ডেস্ক ইত্যাদির উপর কিছু লিখা

প্রশ্ন: মাদরাসার ডেস্ক, দরজা, দেয়াল ইত্যাদিতে কিছু লিখা কেমন?

উত্তর: মাদরাসা ও মসজিদের বস্তুতে তো দূরের কথা অন্য কারো ঘর, দোকান, দরজায় বা দেয়ালে অথবা কারো গাড়িতে শরয়ী অনুমতি ছাড়া কিছু লিখা, স্টিকার লাগানো এবং পোষ্টার লাগানো নিষিদ্ধ। **আল্লাহ্**র পানাহ! কিছু দুশ্চরিত্রবান ও খারাপ মন-মানসিকতার লোকেরা মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাবলিক টয়লেটের দরজা ও দেয়ালে অশ্লীল কথাবার্তা লিখে থাকে এবং অশ্লীল ছবি এঁকে থাকে। তাদের উচিত **আল্লাহ্ তা'আলা**কে ভয় করে এসব কর্মকাণ্ড থেকে তাওবা করা এবং এসব মুছে ফেলা।

মুছে ফেলার পদ্ধতি

প্রশ্ন: মাদরাসা ইত্যাদির দেয়াল বা ডেস্কে কিছু লিখেছে এখন মাসয়ালা জানার পর লজ্জিত হয়ে তা দূর করতে চাই, দূর করার কি পদ্ধতি রয়েছে?

উত্তর: ঐ লিখাকে এমনভাবে পরিষ্কার করতে হবে যাতে ঐ বস্তুতে (যার উপর লিখা হয়েছে বা লাগানো হয়েছে তাতে) কোন ধরণের ক্ষতি না হয়। যেমন সম্ভব হলে ভিজা কাপড় দ্বারা ধীরে ধীরে মুছে ফেলুন। যদি রং খারাপ হয়ে যায় বা দাগ পড়ে যায় তবে যে ধরণের রং প্রথমে লাগা ছিল সে ধরণের রং এমনভাবে লাগিয়ে দিতে হবে যাতে কোন ধরণের ত্রুটিপূর্ণ বা বিশ্রী না দেখায়। সাথে সাথে তাওবাও করতে হবে।

মুছার আগে প্রয়োজনে মাদরাসার পরিচালনা কমিটি, ঘর বা দোকানের মালিককে জানাতে হবে, যাতে কোন ধরণের ঝগড়া বা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। ওয়াকফের প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ-মাদরাসার পরিচালকদের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া যথেষ্ট নয় বরং মুছে ফেলা আবশ্যক। তবে কারো ব্যক্তিগত দেয়াল ইত্যাদিতে লিখলে, (যাতে পাহারা ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল) তাহলে এর প্রকৃত মালিক (চৌকিদার বা কর্মচারী, চাকর অথবা ভাড়াটিয়া ইত্যাদি ব্যক্তিরা নন বরং মূল মালিক) যদি ক্ষমা করে দেন তবে মুছে ফেলা আবশ্যক নয়।

চাঁদার কুল্লী ইখতিয়ারাত (পূর্ণ অধিকার) দেয়ার মাসয়ালা

প্রশ্ন: যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য চাঁদা বা চামড়া দেয়ার সময় দানকারী 'পূর্ণাঙ্গ অধিকার' দিয়ে দেয় তারপরও কি তা বিভিন্ন জনহিতকর কাজে খরচ করা যাবে না?

উত্তর: করা যাবে না। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য প্রদত্ত চাঁদা বা চামড়ার টাকা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী খরচ করতে হবে। প্রচলিত রীতি অন্য কোন নেক কাজে খরচ করলে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থাৎ যে যত টাকা খরচ করেছে তা তাকে নিজ পকেট থেকে ফেরত দিতে হবে এবং তাওবাও করতে হবে।

কুল্লী ইখতিয়ারাত (পূর্ণ অধিকার) নেয়ার নিরাপদ শব্দাবলী

প্রশ্ন: যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি দান অনুদান নেয়ার সময় কোন্ ধরণের শব্দ বলা উচিত, যার দ্বারা যে কোন ধরণের নেক কাজে খরচ করার অনুমতি হয়ে যায়?

উত্তর: যাকাত, ফিতরা যেহেতু 'ওয়াজিব সদকা' তাই এগুলোতে 'কুল্লী ইখতিয়ারাত' (পূর্ণাঙ্গ অধিকার) নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে (এর) হকদারকে মালিক বানানো শর্ত। লোকজন যদিওবা তাদের যাকাত-ফিতরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে প্রদান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কর্মীদেরকে তাদের যাকাত-ফিতরা সঠিক খাতে ব্যয় করার জন্য ওকীল (প্রতিনিধি) বানিয়ে থাকেন। তাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে প্রথমে এর শরয়ী হিলা করা হয়। অতঃপর তা বিভিন্ন নেক ও জায়েয কাজে খরচ করা হয়। ওয়াজিব সদকা ছাড়া কোরবানীর চামড়ার টাকা বা অন্যান্য সাধারণ চাঁদাকে 'নফল সদকা' বলা হয়। এগুলোর শরয়ী হিলা করার প্রয়োজন হয় না। অতএব, এ ধরণের চাঁদা বা কোরবানীর চামড়া নেয়ার সময় (কুল্লী ইখতিয়ারাত নেয়ার) নিরাপদ শব্দাবলী হচ্ছে এই "আপনি অনুমতি দিন, আপনার চাঁদা বা কুরবানির চামড়া **'দা'ওয়াতে ইসলামী'** যেখানে ভাল মনে করে সেখানে নেক এবং জায়েয কাজে খরচ করবে"। এ শব্দাবলী শুনার পর দাতা যদি 'হ্যাঁ' বলে দেন অথবা যে কোন ভাবে আপনার কথায় সম্মত হয়ে যান,

তবে যে কোন ধরণের নেক এবং জায়েয কাজে খরচ করার অনুমতি পাওয়া গেল এবং এভাবে যথেষ্ট সুবিধা হবে। {মনে রাখবেন! চাঁদা বা চামড়ার প্রকৃত মালিকের অনুমতিকেই সঠিক বলে ধরে নেয়া হবে। সেখানে উপস্থিত অন্য কোন ব্যক্তির বা ছেলের মাথা নাড়ানো যথেষ্ট নয়। বরং ওকীল বা প্রতিনিধির নিজ খুশীতে দেয়া অনুমতিও (কিছু ক্ষেত্রে) যথেষ্ট নয়। তার উচিত তাকে যে প্রতিনিধি বানিয়েছে তার থেকে স্পষ্ট অনুমতি নেয়া, অথবা তৎক্ষণাৎ তার সাথে ফোনে নিজে কথা বলে বা অন্য কারো মাধ্যমে ফোন করিয়ে অনুমতি নিন।} উত্তম হচ্ছে পূর্ণ অধিকার নেয়ার উপরোল্লিখিত বাক্যটি রশিদে লিখে দেয়া, তবে চাঁদা দাতা বা চামড়া দাতাকে তা সাথে সাথে তার মাধ্যমে পড়িয়ে নেয়া বা তার সামনে পড়ে তাকে শুনিয়ে নেয়া উচিত। শুধু রশিদ দিয়ে মনে মনে খুশি হয়ে গেলে চলবে না যে আমরা তো অনুমতি নিয়ে নিয়েছি। কেননা, এখানে লেনদেন অজ্ঞাত। হতে পারে চাদাঁদাতা বাংলা পড়তে জানেন না, অথবা জানলেও বাক্যটি পড়েনি, অথবা পড়ে বুঝতে পারেনি, অথবা হতে পারে সে পড়ার আগেই রশিদটি হারিয়ে ফেলল, অথবা সে পড়ার পর সম্মত নাও হতে পারে, এগুলোর মধ্যে যে কোন একটি অবস্থা হতে পারে। ওকীল বা প্রতিনিধির অনুমতিকে যেন যথেষ্ট মনে না করা হয়। তাই যে করে হোক প্রকৃত মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করে বা তার সাথে ফোনের মাধ্যমে উপরোক্ত সতর্কতা সম্বলিত বাক্যটি বলে বুঝিয়ে কুল্লী ইখতিয়ারাত (পূর্ণাঙ্গ অধিকার) নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

হিলার শরয়ী দলীল সমূহ

প্রশ্ন: হিলার শরয়ী দলীলসমূহ বর্ণনা করে দিন?

উত্তর: শরয়ী হিলা কুরআন, হাদীস এবং ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلَيۡهِ السَّلَام এর অসুস্থতা-কালীন সময়ে একদিন উনার সম্মানিতা স্ত্রী তার খিদমতে দেরীতে হাজির হলেন। তখন তিনি শপথ করে বললেন: "আমি সুস্থ হয়ে ১০০টি বেত্রাঘাত করব।" তিনি সুস্থ হওয়ার পর **আল্লাহ্ তা'আলা** তাকে ১০০টি শলার ঝাড়ু দ্বারা মারার হুকুম দিলেন। (নুরুল ইরফান ৭২৮ পৃষ্ঠা)। **আল্লাহ্ তা'আলা** সূরা সোয়াদ, আয়াত নং ৪৪ এ ইরশাদ করলেন: وَخُذۡ بِیَدِكَ ضِغۡثًا فَاضۡرِبۡ بِّهٖ وَلَا تَحۡنَثۡ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "এবং বললাম, আপন হাতে একটা ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না।" (পারা: ২৩, সূরা: সোয়াদ, আয়াত: ৪৪) ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে শরয়ী হিলার একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। যেটার নাম 'কিতাবুল হিয়াল'। যেমন: আলমগিরীর 'কিতাবুল হিয়াল'এ রয়েছে: যে হিলা কারো হক নষ্ট করার জন্য অথবা এতে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য অথবা কাউকে ধোঁকা দেয়ার জন্য করা হয় তা মাকরূহ। আর যে হিলা এ জন্য করা হয় যে, মানুষ যাতে হারাম থেকে বেঁচে যায় অথবা হালালকে অর্জন করতে পারে তবে তা জায়েয।

এ ধরণের হিলার বৈধতা কুরআন শরীফের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ (পারা: ২৩, সূরা: সোয়াদ, আয়াত: ৪৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "এবং বললাম, আপন হাতে একটা ঝাড়ু নিয়ে তা দ্বারা আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না।" (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

কর্ণ ছেদনের প্রথা কখন থেকে চালু হয়েছে?

হিলা জায়েয হওয়ার আরেকটা দলীল লক্ষ্য করুন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, একবার হযরত সায়্যিদাতুনা সা-রা এবং হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর মধ্যে হালকা মনোমলিন্য হল। তখন হযরত সায়্যিদাতুনা সা-রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا শপথ করলেন যে, "আমি যদি সুযোগ পাই, তবে আমি হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কোন অঙ্গ কেটে ফেলব।" **আল্লাহ্ তা'আলা** হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট (এ হুকুম দিয়ে) পাঠালেন যাতে তিনি উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। হযরত সায়্যিদাতুনা সা-রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বললেন: مَاحِيْلَةُ يَمِيْنِیْ? (অর্থাৎ আমার শপথের হিলা কি?) তখন হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী আসল যে: (হযরত) সা-রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا কে হুকুম দিন, যেন তিনি (হযরত) হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর কান ছেদ করে দেন। সে সময় থেকে মহিলাদের কর্ণ ছেদনের প্রথা প্রচলিত হল।
(গময়ু উয়ুনিল বাছায়ির লিল হামাবি, ৩য় খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

গাভীর মাংস উপঢৌকন

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত আছে যে; **দো-জাহানের সুলতান, সারওয়ারে জীশান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গাভীর মাংস পেশ করা হল। (উপস্থিত) কেউ আরজ করল: এ মাংস হযরত সায়্যিদাতুনা বরীরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর উপর সদকা করা হয়েছিল। তখন তিনি ইরশাদ করলেন: “هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ অর্থাৎ এগুলো তার জন্য সদকা ছিল, তবে আমাদের জন্য তোহফা (উপঢৌকন)।” (সহীহ মুসলিম, ৫৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১০৭৫)

যাকাতের শরয়ী হিলা

এই হাদীসে পাক দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, হযরত বরীরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا যিনি সদকার হকদার ছিলেন, তাকে দেয়া গাভীর মাংস যদিওবা তার জন্য সদকাই ছিল, কিন্তু তার অধিকারভুক্ত হওয়ার পর তিনি যখন তা **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পেশ করলেন এর হুকুম পাল্টে গেল এবং এখন তা আর সদকা রইল না। এভাবে কোন যাকাতের হকদার যাকাত নেয়ার পর কোন ব্যক্তিকে উপহার হিসাবে দিয়ে দিতে পারবে, অথবা মসজিদ ইত্যাদিকে দান করে দিতে পারবে। তখন তার দেয়াটা আর যাকাত হিসাবে নয় বরং উপহার বা উপঢৌকন হিসাবে। ফুকাহায়ে কেরামরগণ যাকাতের হিলার বর্ণনা এভাবে করে থাকেন যে, যাকাতের টাকা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের কাজে বা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

যেহেতু যাকাতের হকদারকে মালিক করে দেয়া পাওয়া যায়নি। যদি এসব খাতে খরচ করতে হয় তবে এর পদ্ধতি হচ্ছে, কোন ফকীরকে ঐ যাকাতের টাকাগুলো দিয়ে তাকে এর মালিক করে দিতে হবে, এরপর সে (তা থেকে মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে) ব্যয় করবে। এভাবে সাওয়াব উভয়ের মিলবে। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম অধ্যায়, ৮৯০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কাফন-দাফন এমনকি মসজিদ নির্মাণের কাজেও শরয়ী হিলার মাধ্যমে যাকাত ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা যাকাত তো ফকীর ব্যক্তিরই প্রাপ্য ছিল। যখন সে তা গ্রহণ করে নিল তখন সে এর মালিক হয়ে গেল। এখন সে যা চাই তা করতে পারবে। শরয়ী হিলার বরকতে একজনের যাকাতও আদায় হয়ে গেল, এবং দরিদ্র ব্যক্তিটিও তা মসজিদের জন্য দিয়ে সাওয়াবের ভাগীদার হল। তবে দরিদ্র ব্যক্তিকে হিলার মাসয়ালা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ফকীর (দরিদ্র) এর সংজ্ঞা

প্রশ্ন: যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি ফকীরকে দিতে হয়, তাই অনুগ্রহ করে ফকীরের সংজ্ঞাও বলে দিন?

উত্তর: ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, ❋ যার নিকট কিছু না কিছু (সম্পদ) থাকে। কিন্তু পরিমাণে এতটুকু না হওয়া, যা নিসাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথবা ❋ নিসাব পরিমাণ থাকলেও তা তার জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট।

উদাহরণ স্বরূপ; বাসস্থান, আসবাবপত্র, আরোহণের জন্তু (বা স্কুটার, কার ইত্যাদি), কারিগরদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরিধানের কাপড়, খিদমতের জন্য চাকর বা চাকরানী, আলিমদের জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামী কিতাবাদি যা তার প্রয়োজন থেকে বেশী নয়। ❋ এছাড়াও যদি ঋণগ্রস্ত হয় এবং (হিসাব করে) সম্পদ থেকে ঋণ বের করার পর ‘নিসাব’ বাকী না থাকে তবে এ ধরণের ব্যক্তিও ফকীর হিসাবে গণ্য, যদিওবা এ ধরণের ব্যক্তি শুধু একটি নয় কয়েকটি নিসাবের মালিক হলেও ফকীর হিসাবে বিবেচিত।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯২৪ পৃষ্ঠা)

মিসকিনের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: মিসকিনের সংজ্ঞাটাও বলে দিন?

উত্তর: মিসকিন হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার কাছে নেই বলতে কিছুই নেই। এমনকি খাওয়ার জন্য এবং পরিধানের জন্য মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ ধরণের ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করা হালাল। আর ফকীর ব্যক্তি (অর্থাৎ- যার কাছে কমপক্ষে একদিনের খাবার এবং পরিধানের কাপড় থাকে তার) জন্য বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা অপারগতায় ভিক্ষা করা হারাম।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯২৪ পৃষ্ঠা)

হিলা করারা সহজ পদ্ধতি

প্রশ্ন: যাকাত-ফিতরা হিলা করার সহজ পদ্ধতি বলে দিন?

উত্তর: (প্রথমে) কোন শরয়ী ফকীর বা তার প্রতিনিধিকে যাকাত বা ফিতরার মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ তাকে নোটের বান্ডিল এ বলে দেয়া হবে যে, এটা আপনার মালিকানায় (পেশ করলাম), সে তা হাতে নিয়ে বা কোনভাবে গ্রহণ (নিজের অধিকারভুক্ত) করে নিবে। এখন সে এর মালিক হয়ে গেল এবং সে যে কোন কাজে (যেমন মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদিতে) খরচ করে দিবে। এভাবে যাকাত আদায় হওয়ার সাথে সাথে উভয় ব্যক্তি সাওয়াবের হকদার হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ।

ফকীরের প্রতিনিধি দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

প্রশ্ন: আপনি বললেন, “কোন শরয়ী ফকীর বা তার প্রতিনিধি” এখানে ‘প্রতিনিধি’ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর: এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি, যাকে শরয়ী ফকীর যাকাত উসুল করার জন্য অনুমতি দিয়েছে বা সে নিজে যাকাত উসুল করার অনুমতি নিয়েছে।

প্রতিনিধি কি যাকাত নেয়ার পর তা খরচ করতে পারবে?

প্রশ্ন: তবে কি প্রতিনিধি যাকাতের মাল গ্রহণ করার পর তা কোন কাজে খরচ করার অধিকার রাখে?

উত্তর: না। তবে ফকীর যদি তাকে অনুমতি দিয়ে থাকেন বা সে যদি ফকীর থেকে অনুমতি নিয়ে থাকে তবে করা যাবে।

প্রতিনিধির গ্রহণ কি শরয়ী ফকীরের গ্রহণ বলে বিবেচিত?

প্রশ্ন: শরয়ী ফকীর প্রতিনিধিকে নিজের যাকাত যে কোন কাজে খরচ করার অনুমতি দিল বা প্রতিনিধি নিজেই অনুমতি নিল, এ অবস্থায়ও কি শরয়ী ফকীরকে যাকাতের মাল পুনঃগ্রহণ করতে হবে?

উত্তর: জ্বী, না। কেননা প্রতিনিধির গ্রহণ শরয়ী ফকীরের গ্রহণ বলেই বিবেচিত হবে।

হিলা করার সময় বলল “রেখে দিয়ো না কিন্তু” তবে?

প্রশ্ন: হিলা করার সময় শরয়ী ফকীরকে কি এটা বলা যাবে যে, “ফেরত দিয়ে দিবে, রেখে দিবে না” ইত্যাদি?

উত্তর: এরূপ বলবেন না। ধরা যাক, কেউ এরূপ বলে ফেলল, তবুও এর দ্বারা যাকাতের আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে এবং হিলার মধ্যে কোন বিঘ্ন হবে না। কেননা, সদকা, যাকাত, তুহফা (উপহার) ইত্যাদি দেয়ার সময় এ ধরণের শর্তযুক্ত শব্দাবলী অবান্তর। আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে শামীর (কিতাবুয যাকাত, বাবুল মাসরিফ, ৩য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা) সূত্রে লিখেছেন: ‘হিবা (দান বা উপহার), সদকা ইত্যাদি অবান্তর শর্তের কারণে বাতিল হয় না।’ (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা)

চেকের মাধ্যমে কি হিলা করা যেতে পারে?

প্রশ্ন: চেকের মাধ্যমে কি হিলা করা যেতে পরে?

উত্তর: জ্বী, না। যেহেতু চেকের মাধ্যমে যাকাত আদায় হয় না, সুতরাং এর দ্বারা যাকাতের হিলাও করা যাবে না।

অনেক বড় অংকের হিলা কিভাবে করা যায়?

প্রশ্ন: ব্যাংক থেকে বড় অংকের টাকা উঠানো, তা আবার শরয়ী ফকীরের মালিকানায় দেয়া, আবার সে দিয়ে দেয়ার পর পুনরায় ব্যাংকে জমা করানোর ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হয়ে থাকে, কোন সহজ পদ্ধতি বলে দিন।

উত্তর: শরয়ী ফকীর নিজের নামে ব্যাংকে শুধু এত টাকার একাউন্ট খুলবেন যাতে তিনি শরয়ী ফকীর থাকেন। অতঃপর যত টাকা তাকে যাকাত হিসাবে দিতে হবে তা তাকে বলে তার একাউন্টে জমা করে দিতে হবে। তার একাউন্টে জমা হওয়া মাত্র যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এরপর সে যে কাজের জন্য হিলা করেছে সে কাজের জন্য দিয়ে দিবে। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মনে রাখবেন! শুধুমাত্র এমন একাউন্ট খোলা বৈধ যেখানে কোন সুদ আসেনা। উদাহরণস্বরূপ, Current Account এ কোন সুদ পাওয়া যায় না কিন্তু Saving Account এ সুদ পাওয়া যায়।

হিলার টাকা ধর্মীয় কাজে খরচ করা কেমন?

প্রশ্ন: যাকাত-ফিতরাকে হিলা করে তা ধর্মীয় কাজ যেমন মাদরাসা, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, অথবা ধর্মীয় কিতাবাদি প্রকাশনা এবং বিতরণ ইত্যাদি কাজে খরচ করা কেমন?

উত্তর: জায়েয।

হিলার টাকা থেকে তুহফা বা উপঢৌকন দেয়া যাবে কি?

প্রশ্ন: কিছু লোক যাকাতের টাকা হিলা করে নিজের কাছে জমা রেখে দেন। অতঃপর ঐ টাকা থেকে কোন ধরনের পার্থক্য বিবেচনা ছাড়া আমীর-গরীব সবাইকে হাদীয়া-তুহফা ইত্যাদি বণ্টন করে থাকেন বরং ঐ টাকা দ্বারা ওলামা-মাশায়েখদের উপঢৌকনও দিয়ে থাকেন! এভাবে কি যাকাত আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: যাকাত তো আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু এভাবে বণ্টন করা এবং বিশেষ করে ওলামা-মাশায়েখদের হিলার টাকা থেকে উপঢৌকন প্রদান করা কোনভাবে উচিত নয়। ফতোওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত, ১ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠায় হযরত ফকীহে মিল্লাত মুফ্‌তী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সত্যায়িত ফতোয়ার কিছু অংশ পড়ুন: “যাকাত এবং সদকায়ে ফিতরের প্রকৃত হকদার হচ্ছে গরীব-মিসকিনরা। **আল্লাহ্ তা'আলা** ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** “যাকাত তো এসব লোকেরই জন্য যারা অভাবগ্রস্থ, নিতান্ত নিঃস্ব।” (পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৬০)।

কিন্তু সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, ধর্মের (দ্বীনের) অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সে সব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন বশত হিলা করার পর যাকাতের টাকা ব্যয় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে লোকেরা দুনিয়াবী স্কুল, কলেজ যেগুলোতে শুধু নামে মাত্র ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, সেগুলোতে যাকাত-ফিতরা ও অন্যান্য ‘সদকায়ে ওয়াজিবার’ টাকা শরয়ী হিলার মাধ্যমে খরচ করে গরীব-অসহায়দের হক নষ্ট করছে, যা সরাসরি মারাত্মক অপরাধ।” আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: ধনবানদের উচিত **আল্লাহ্‌**র নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। হাজার হাজার টাকা নিরর্থক ব্যয়কারীরা, পার্থিব বিভিন্ন আনন্দ-বিনোদনে ব্যয়কারীদের উচিত, ভাল কাজে যেন হিলাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার না করে। অনুরূপ, মধ্যম শ্রেণীদেরও উচিত এসব প্রয়োজনীয়তার কারণে (হিলা দ্বারা) শুধুমাত্র **আল্লাহ্‌**র কাজে ব্যয় করার প্রতি অগ্রসর হওয়া। এটা নয় যে مَعَاذَ الله এর মাধ্যমে (অর্থাৎ হিলার মাধ্যমে) যাকাত আদায়ের নামে যাকাতের টাকা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। যেহেতু এ ধরণের কর্মকাণ্ড শরীয়াতের উদ্দেশ্য সমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এর দ্বারা যাকাত ফরয করার হিকমত সমূহকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হয়ে যায়। তাই এসব ক্ষেত্রে এর ব্যবহার (অর্থাৎ হিলার ব্যবহার) মানে মহান **রব তা’আলা**কে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা।

আল্লাহ্ তা'আলার পানাহ! وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ الۡمُفۡسِدَ مِنَ الۡمُصۡلِحِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** “আর **আল্লাহ্** খুব ভালভাবে জানেন অনিষ্টকারীকে হিতকারীদের থেকে।” (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২২০) **আল্লাহ্ তা'আলার** কাছে প্রার্থনা যাতে তিনি আমাদের আমলের সংশোধন করে দেন এবং আশা সমূহকে পূর্ণ করে দেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা)

সৈয়্যদ সাহেবকে যাকাতের হিলার টাকা দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: সৈয়্যদ (নবীর বংশধর) যদি দরিদ্র হয়ে থাকেন তবে তাকে কি যাকাতের হিলার টাকা দেয়া যাবে?

উত্তর: দেয়া তো যায়, কিন্তু উত্তম হচ্ছে হিলা করা ছাড়া (অর্থাৎ হিলার টাকা ছাড়া) নিজের পকেট থেকে (ভালো) টাকা নজরানা (উপঢৌকন) হিসাবে পেশ করা। আফসোস শত কোটি আফসোস! আমরা তো নিজেদের সন্তানদেরকে দুনিয়ার সব সুযোগ-সুবিধা, সুখ-সাচ্ছন্দ দিতে সদা প্রস্তুত, কিন্তু **সারওয়ারে কায়েনাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানগণ অর্থাৎ সৈয়্যদদের খিদমতের জন্য একটি টাকাও নিজের পকেট থেকে পেশ করতে ইতস্তত করি! আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেছেন: আর এ বিঘ্নতার যুগে সা'দাতে কেরামদের (আওলাদে রাসুলদের, সৈয়্যদজাদাদের) সুখে-দুঃখে সাহায্য-সহযোগিতা কিভাবে করা যায়,

সে ব্যাপারে আমার মতামত হল: ধনবান ব্যক্তিরা যদি নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে উপহার বা উপঢৌকন দেয়ার মাধ্যমে এসব সম্ভ্রান্ত সৈয়দদের সেবা না করেন তবে তা তাদের দুর্ভাগ্য। তাদের উচিত সে সময়কে স্মরণ করা, যখন ‘সাদাতে কেরামদের’ সম্মানিত নানাজান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না, এটা কি পছন্দ হয় না, যে সম্পদ উনার উসীলায় উনার ধনভাণ্ডার থেকে অর্জিত হয়েছে, যা ছেড়ে অচিরেই জমিনের নীচে কবরে চলে যেতে হবে, উনার সন্তুষ্টির জন্য উনার পবিত্র সন্তানদের জন্য তা থেকে কিছু অংশ ব্যয় করা যাতে ঐ কঠিন সময়ে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঐ দয়ার ভাণ্ডার, করুণাকারী, মহান দয়ালু নবীর অশেষ দয়ায় ধন্য হওয়া যায়।

সৈয়দদের সাথে সদাচরণ করার উত্তম প্রতিদান

ইবনে আছাকির আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণনা করেছেন: **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে আমার আহ্‌লে বায়তের (বংশধরদের) কারো সাথে সদাচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান তাকে দান করব।” (ইবনে আছাকির, ৪৫তম খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা)। আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আব্দুল মোত্তালিবের বংশধরদের কারো সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করল, এর প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক, যখন সে আমার সাথে কিয়ামত দিবসে সাক্ষাত করবে।” (তারীখে বাগদাদ, ১০ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা)

সৈয়্যদদের সাথে সদাচরণ-কারীর কিয়ামতের দিন আক্বা ﷺ এর জিয়ারত হবে

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর! কিয়ামতের দিন, তা কিয়ামতের দিনই, সেটা কঠিন প্রয়োজন ও অভাবের দিন। এক দিকে আমরা যেমন মুখাপেক্ষী, আর অপরদিকে দয়া ও করুণা দানকারী **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মত মুকুটধারী নবী। **আল্লাহ্‌ই** ভাল জানেন কী দিবেন আর কিভাবে দয়া করবেন। তার একটি মাত্র দয়ার দৃষ্টি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। বরং এ দয়া (যা কিয়ামতের দিন করবেন) তা কোটি কোটি দয়ার চেয়ে উত্তম, মূল্যবান, যার প্রতি এই করুণা বর্ষণকরী শব্দটি "اِذَا لَقِيْنِيْ" অর্থাৎ "যখন সে আমার সাথে কিয়ামতের দিন সাক্ষাত করবে" ইরশাদ করেছেন। আর অমীয় বাণী "اِذَا" অর্থাৎ "যখন" শব্দটি যেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কিয়ামতের দিনে, মৃত্যুর বিছানায় **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াদা মতে দীদারের সুসংবাদ দিচ্ছে। (মোটকথা, এ বাক্যে সৈয়্যদদের সাথে সদাচরণ-কারীদের জন্য কিয়ামতের দিন **তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিয়ারত ও সাক্ষাতের সুসংবাদ রয়েছে।) মুসলমানগণ! আর কি প্রয়োজন আছে? তাড়াতাড়ি এ সম্পদ এবং সৌভাগ্যকে গ্রহণ কর। আর **আল্লাহ্‌ই** একমাত্র তাওফীক দাতা!

মধ্যবিত্তদের জন্য সৈয়দদেরকে খিদমত করার পদ্ধতি

মধ্যবিত্তরা (অর্থাৎ যারা তেমন সম্পদশালী নন) যদি অন্য কোন মুস্তাহাব খাত না পায় (অর্থাৎ যাকাত ছাড়া তার দান-সদকা করার আর কোন উপায় না থাকে) তবে তাদের জন্যও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ (এমন একটি) পদ্ধতি রয়েছে, যাতে তাদের যাকাতও আদায় হয়ে যায় এবং সৈয়্যদদেরও খিদমত হয়। আর তা হল কোন বিশ্বস্ত ফকীরকে (যাকাত গ্রহণকরার উপযুক্ত ব্যক্তিকে) যে তার কথাকে অগ্রাহ্য করবে না, যাকাতের টাকা থেকে কিছু টাকা যাকাতের নিয়্যতে দিয়ে মালিক করে দিবে, অতঃপর তাকে বলবে: “তুমি নিজের পক্ষ থেকে অমুক সৈয়্যদ সাহেবকে উপহার হিসাবে দিয়ে দাও।” এর দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। যাকাত তো ফকীরকেই প্রদান করা হল এবং সৈয়্যদ সাহেব যা গ্রহণ করলেন তা ছিল তার জন্য উপহার। এর দ্বারা যাকাত আদায়কারীর ফরযও আদায় হল এবং সৈয়্যদের খিদমত করার মহান সাওয়াব সে ও ফকীর উভয়ে পেল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা)

হিলার পরে টাকা ফিরিয়ে দেয়ার নিরাপদ শব্দাবলী

প্রশ্ন: চাঁদা দেয়ার সময় বা হিলা করার পর টাকা ফিরিয়ে দেয়ার সময় ধর্মীয় এবং সামাজিক কাজে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার দেয়ার নিরাপদ শব্দাবলী বলে দিন।

উত্তর: যাকাত, ফিতরা বা অন্যান্য ওয়াজিব সদকা ব্যতীত নফল চাঁদা দেয়ার বা হিলা করার পর টাকা ফিরিয়ে দেয়ার সময় দাতা বলবে; "এ টাকাগুলো **দা'ওয়াতে ইসলামী** বা এই প্রতিষ্ঠান যেখানে ভাল মনে করে ওখানে প্রত্যেক জায়েয ও নেক কাজে খরচ করতে পারবে।"

যাকাতের প্রতিনিধির জন্য নিরাপদ শব্দাবলী

প্রশ্ন: শরয়ী ফকীর নিজের প্রতিনিধিকে যাকাত-ফিতরা নিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য খরচ করার পূর্ণ অধিকার কিভাবে দিবে?

উত্তর: প্রতিনিধিকে বলার নিরাপদ শব্দাবলী হচ্ছে; আপনি আমার জন্য যত যাকাত-ফিতরা সংগ্রহ করবেন তা **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে (অথবা অমুককে বা আমুক প্রতিষ্ঠানকে) এই বলে দিয়ে দিবেন যে, "এই টাকাগুলো **দা'ওয়াতে ইসলামী** (অথবা অমুক বা অমুক প্রতিষ্ঠান) যেখানে ভাল মনে করে সেখানে প্রত্যেক জায়েয ও ভাল কাজে খরচ করতে পারবে।"

কাফেরদেরকে সাহায্য করা কেমন?

প্রশ্ন: চাঁদাতে এভাবে 'পূর্ণ অধিকার' নেয়ার পর কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান তা কি কোন কাফের-মুরতাদকে ঔষধ-পত্র ক্রয় করে দেয়ার কাজে অথবা তাকে কোন ধরণের আর্থিক সাহায্য করতে পারবে?

উত্তর: করতে পারবে না। কেননা নেক ও জায়েয কাজের অনুমতি নেয়া হয়েছিল এবং কাফের-মুরতাদদের সাহায্য করা কোন নেক ও জায়েয কাজ নয়।

যেমন- আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: অমুসলিমকে ওয়াকফের মাল থেকে কিছু দেয়া তো কোন ভাবেই জায়েয নয়। কেননা ওয়াকফ নেক কাজের জন্য হয়ে থাকে এবং অমুসলিমকে দেয়া কোন সাওয়াবের (কাজ) নয়। অনুরূপ 'বাহরুর রায়িক' নামক ইত্যাদি কিতাবেও রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা)

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালে যাকাত ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্ন: সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালে যাকাত ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: এর মধ্যে যাকাতের সঠিক ব্যবহার খুব কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যদি যাকাত সংগ্রহ করে থাকে তবে যাকাতের হকদারকে ঐ সকল টাকার মালিক বানানোর আগে তা দ্বারা ঔষধ-পত্র ক্রয় করা যাবে না। তবে কেউ যদি টাকা এনে দিয়ে বলে যে, "এ টাকাগুলো দিয়ে ঔষধ-পত্র ক্রয় করে হকদার গরীব রোগীদেরকে যাকাত হিসাবে দিয়ে দিবেন," তবে তা প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ঔষধ কেনার প্রতিনিধি বানানো হল, এরপর তা দ্বারা যাকাত আদায় করার প্রতিনিধি বানানো হল। তাছাড়া এভাবে ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে যাকাতের মাল রয়ে যাওয়ার বা আদায় হওয়াতে দেরী হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তাছাড়া যাকাতের টাকা দ্বারা ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন, জায়গার ভাড়া, বিদ্যুতের বিল ইত্যাদি দেয়া যাবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যাকাত ব্যবহার করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালসমূহে এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে যাকাত-ফিতরা ব্যবহার করার উপযুক্ত পদ্ধতি কি?

উত্তর: দালান নির্মাণ, বেতন প্রদান, ভাড়া দেয়া ইত্যাদিতে যাকাত-ফিতরা বা অন্যান্য ওয়াজিব সদকা ব্যবহার করা যাবে না। কেননা, যাকাত-ফিতরার ক্ষেত্রে হকদারকে মালিক বানানো শর্ত। এমনকি যাকাতের হকদার এমন কোন রোগীকে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও প্রথমে ঔষধকে তার মালিকানাভুক্ত করে দিতে হবে। তাকে মালিক বানানো ছাড়া এমনিতে যদি ইনজেকশন প্রদান, অপারেশন, বা ডাক্তারের ফি প্রদানে ব্যবহার করা হয় তবে যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং যাকাত-ফিতরা বা অন্যান্য ওয়াজিব সদকাসমূহের শরয়ী হিলা করে নেয়া উচিত। এখন এর দ্বারা সৈয়্যদ, আমীর, ধনী, গরীব, ফকীর প্রত্যেকের চিকিৎসা করা জায়েয হবে। উত্তম হচ্ছে, কোরবানীর চামড়া এবং অন্যান্য নফল সদকা প্রদানকারীরা যে ফকীর দ্বারা যাকাত ইত্যাদির হিলা করান, তারা সকলে যখন টাকা ইত্যাদি ফিরিয়ে দেয় তখন তাদের থেকে প্রত্যেক নেক ও জায়েয কাজে খরচ করার পূর্ণাঙ্গ অধিকারের অনুমতি নিয়ে নেয়া। প্রত্যেক রশিদে একথা লিখে দেয়া উচিত যে: “আপনি অনুমতি দিন, যাতে আমাদের প্রতিষ্ঠান আপনার নফল চাঁদা এবং কোরবানির চামড়া যেখানে ভাল মনে করে সেখানে প্রত্যেক নেক ও জায়েয কাজে খরচ করতে পারবে।”

দেখুন, শুধু লিখে দেয়া যথেষ্ট নয়, চাঁদা অথবা চামড়া নেয়ার সময় প্রত্যেককে এ বাক্যটি পড়াতে হবে বা পড়িয়ে শুনাতে হবে এবং এই চামড়া বা চাঁদার প্রকৃত মালিক থেকে অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী। একটি মাসয়ালা স্মরণ রাখবেন যে, এসব করার পরেও এসব চাঁদা কাফের-মুরতাদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা নাজায়েযই থাকবে।

অমুসলিমকে ওয়াকফের মাল থেকে দেয়া নাজায়েয

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠায় অমুসলিমকে ওয়াকফের টাকা থেকে পাঠানো শিরনির ব্যাপারে করা প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: অমুসলিমকে ওয়াকফের টাকা থেকে (শিরনি) পাঠানো কোনো ভাবে জায়েয নয়। কেননা ওয়াকফ তো নেক (পুণ্য) কাজের জন্য হয়ে থাকে। আর অমুসলিমকে দেয়া কোন সাওয়াবের কাজ নয়। যেমন 'বাহরুর রায়িক' ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **সরদারে মক্কায়ে মুকাররমা, সুলতানে মদীনায়ে মুনাওয়ারা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না; মরে গেলে জানাযায় যাবে না।" **(ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৯২)**

চাঁদার টাকা ব্যবসায় লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: মসজিদ, কোন সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চাঁদা বিপুল পরিমাণে জমা হল, তা কি কোন ব্যবসায় লাগানো যাবে?

উত্তর: যতই লাভজনক ব্যবসা হোক না কেন লাগানো যাবে না। যদিওবা এর লভ্যাংশ উক্ত ওয়াকফের প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহারের নিয়্যতও থাকে। তবে যদি চাঁদা দাতা স্পষ্টভাবে অনুমতি দিয়ে থাকেন, তবে শুধু তার দেয়া চাঁদা ব্যবসায় লাগানো যাবে। এ ব্যাপারে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ থেকে বর্ণনাকৃত কিছু অংশ পড়ে নিন: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এধরণের একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: চাঁদার টাকা চাঁদা-দাতার মালিকানায় থাকে, তার থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং যে জায়েয কাজের কথা তিনি বলেন তা করা হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

চাঁদার টাকা দ্বারা সম্মিলিত কোরবানির জন্য পশু ক্রয় করা

প্রশ্ন: ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদার টাকা দ্বারা ইজতিমায়ী (সম্মিলিত) কোরবানির জন্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে গাভী (পশু) কেনা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: চাঁদার টাকা ব্যবসায় লাগানো জায়েয নয়। এর জন্য চাঁদা-দাতা থেকে পরিষ্কার ভাষায় অনুমতি নেয়া অপরিহার্য।

কোরবানির চামড়া স্কুলের জন্য দেয়া কেমন?

প্রশ্ন: কোরবানির চামড়া বর্তমানে প্রচলিত স্কুল শিক্ষার জন্য দেয়া যাবে কি?

উত্তর: আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর কাছে কিছুটা এধরণের প্রশ্ন করা হয়েছিল: 'সিকান্দরা রাও' নামক গ্রামে একটা ইসলামী মাদরাসা আছে। এতে কুরআন শরীফ, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি পড়ানো হয়। এতে অনুদান হিসাবে কোরবানির চামড়া দেয়া সাওয়াবের কাজ নাকি নয়? **উত্তর:** কোরবানির তিনটি খাত হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে যথা: (১) খাও (২) জমা রাখ (৩) পুণ্যের কাজে ব্যয় কর। (আবি দাউদ, ৩য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস; ২৮১৩)। ইংরেজি পড়া অবশ্যই কোন সাওয়াবের কাজ নয়। অতএব যদি এধরণের সাবধানতা অবলম্বন করা যায় যে, চামড়ার টাকা শুধুমাত্র কুরআন মজীদ ও ইলমে দ্বীন শিক্ষার কাজে ব্যয় করা হবে তবে দেয়া যাবে অন্যথায় নয়। **(আল্লাহ্‌ই** অধিক জ্ঞাত)

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা)

দরিদ্রদেরকে চামড়া নিতে দিন

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি প্রতিবছর দরিদ্রদের চামড়া দিয়ে থাকেন, তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে (ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে) নিজের মাদরাসার জন্য বা অন্যান্য ধর্মীয় কাজের জন্য (তার পশুর) চামড়া নিয়ে ফেলা এবং গরীব লোকদের বঞ্চিত করা কেমন?

উত্তর: যদি বাস্তবেই কোন এমন গরীব মানুষ হয়ে থাকে যার জীবিকা ঐ চামড়া বা যাকাত-ফিতরার উপর নির্ভরশীল, তবে সে পাবে এমন অনুদানকে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থা করে ঐ গরীবকে বঞ্চিত করার কোন ধরণের অনুমতি নেই। যদি ঐ সকল গরীবদের জীবিকা চামড়া ইত্যাদি প্রকারের দান অনুদানের উপর নির্ভরশীল নয়, তবে চামড়ার মালিক যে খাতে ইচ্ছে সে খাতে দিতে পারবে, যেমন কোন ধর্মীয় মাদরাসাকে দিয়ে দিতে পারেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: যদি কিছু লোক নিজেদের কোরবানির চামড়াকে এলাকার অভাবী, ইয়াতিম, বিধবা, ও অসহায়দের দিতে চাই, কেননা তাদের অভাব পূরণের মাধ্যম একমাত্র এটাই। তবে তা কোন বয়ানকারী (বক্তা) বা মাদরাসা পরিচালক নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়ে নেয়া জুলুমের (অত্যাচারের) শামিল। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা)

চামড়ার জন্য অহেতুক জেদ করা কেমন?

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি নিজের কোরবানির চামড়া কোন আহ্‌লে সুন্নাতের মাদরাসায় বা কোন গরীব লোককে দেয়ার ওয়াদা করে ফেলেছে, তাকে বারংবার পীড়া পীড়ি করে নিজের প্রতিষ্ঠান যেমন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য চামড়া দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ করা কেমন?

উত্তর: এরূপ করবেন না। এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ শুরু হয়। ফিতনা, গীবত, চুগলকোরী, মন্দ ধারণা, অপবাদ, অন্যের মনে কষ্ট দেয়ার মত গুনাহের দরজা খুলে যায়। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠাতে বলেছেন: মুসলমানদের মধ্যে শরয়ী কারণ ব্যতীত মতপার্থক্য (গ্রুপিং) এবং ফিতনা সৃষ্টি করা (মানে) শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করা। (অর্থাৎ, এসব লোক এসব কাজে শয়তানের প্রতিনিধি)। হাদীসে পাকে রয়েছে: ফিতনা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, একে জাগ্রতকারীর উপর **আল্লাহ্‌**র অভিশাপ।

(আল-জামেয়ুছ ছগীর, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৯৭৫)

সুন্নী মাদরাসায় দিবে এমন চামড়াকে নেয়ার চেষ্টা করবেন না

প্রশ্ন: যদি কেউ বলে আমি প্রতিবছর অমুক সুন্নী প্রতিষ্ঠানে চামড়া দিয়ে থাকি, তাকে একথা বলা কেমন যে, এবছর আমাদের প্রতিষ্ঠান **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য আপনার চামড়াটা দিয়ে দিন।

উত্তর: যদি ঐ ব্যক্তি আসলেই এমন জায়গায় চামড়া দিয়ে থাকে যা এর সঠিক খাত, তবে ঐ প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়ে নেয়া তাদের মনে কষ্ট পাওয়ার কারণ। এভাবে পরস্পরের মধ্যে অসন্তোষভাব সৃষ্টি হবে।

সুতরাং প্রত্যেক ঐ কাজ থেকে দূরে থাকুন যা দ্বারা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। মুসলমানদেরকে ঘৃণা এবং শত্রুতাপূর্ণ ভাব থেকে বাঁচানো অতীব জরুরী। যেমন **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাচ্ছাম, শাহে বনী আদম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوْا অর্থ: (মানুষদের) সুসংবাদ শুনাও এবং (তাদের মাঝে) ঘৃণা সৃষ্টি করো না।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৯)

সুন্নী মাদরাসায় চামড়া নিজে গিয়ে দিয়ে আসুন

প্রশ্ন: যদি আমরা কারো কাছে চামড়া সংগ্রহের জন্য যায়, সে আমাদেরকে একটা চামড়া দিল এবং আরেকটা চামড়া রেখে দিয়ে বলল: “এটা অমুক সুন্নী প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। আপনি আধা ঘন্টা পর যোগাযোগ করুন, তারা যদি এ সময়ের মধ্যে না আসে তবে এটাও আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন।” এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত?

উত্তর: এটা সর্বদা মনে রাখবেন যে, কোরবানির চামড়া সংগ্রহ করা **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাকছুদ (উদ্দেশ্য) নয় বরং জরুরত তথা (প্রয়োজনীয়তা)। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র একটা উদ্দেশ্য এটাও যে, নেকীর দাওয়াত (সৎকাজের আহবান) ব্যাপকভাবে প্রচার করার উদ্দেশ্য সব ধরণের হিংসা-বিদ্বেষ মিটিয়ে দেয়া এবং মুসলমানদের মধ্যে ভালবাসার চেরাগ (বাতি) জালিয়ে দেয়া।

সমস্ত সুন্নী প্রতিষ্ঠান এক হিসেবে **দা’ওয়াতে ইসলামী**রই প্রতিষ্ঠান, আর **দা’ওয়াতে ইসলামী** সব সুন্নী প্রতিষ্ঠানের খুব আপন সুন্নাতে ভরা সংগঠন। সুতরাং সম্ভব হলে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আপনি নিজেই ঐ সুন্নী প্রতিষ্ঠানকে চামড়াটা পৌঁছিয়ে দিন। এভাবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! মুসলমানের মন খুশী করার সৌভাগ্যও অর্জিত হবে। **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুওয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হিদায়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইজ্জত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “ফরয ইবাদতের পরে **আল্লাহ্**র কাছে সবচেয়ে প্রিয় (কাজ) হচ্ছে মুসলমানদের মন খুশী করা।”

(আল-মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১১০৭৯)

কোরবানির চামড়া বিক্রি করে দিল, তবে?

প্রশ্ন: কেউ কোরবানির চামড়া বিক্রি করে দিল, এখন ঐ টাকাটা কি মসজিদে দেয়া যাবে?

উত্তর: তা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। যদি কেউ নিজের কোরবানির চামড়াকে নিজের জন্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করল তবে এরূপ বেঁচাটা তার জন্য নাজায়েয। আর এই টাকাটা ঐ ব্যক্তির জন্য নোংড়া মাল এবং তা সদকা করে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। সুতরাং তা যেন কোন শরয়ী ফকীরকে দিয়ে দেয় এবং তাওবা করে, আর যদি সে তা কোন নেক কাজ যেমন মসজিদে দেয়ার জন্যই বিক্রি করে থাকে তবে বিক্রিটাও জায়েয এবং তা মসজিদে দিয়ে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

মাদানী কাফেলার খরচের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: সাতজন ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের তিনদিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়েছে। সবাই নিজেদের খরচের জন্য ৯২ টাকা করে জমা করাল কিন্তু একজন শুধু ৬৩ টাকা জমা করাল এবং সবাই একত্রে সমানভাবে একইধরণের খাবার খেতে লাগল, এতে কোন শরয়ী সমস্যা তো নেই?

উত্তর: যদি একত্রে মিলে খরচ করতে হয় তবে এটা জরুরী যে, সবার থেকে সমান টাকা নেয়া। এমন যেন না হয় যে কারো কারো থেকে কম নেয়া হবে এবং খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বরাবর দেয়া হবে। কেননা এর দ্বারা কম টাকা জমাকারী বেশী টাকা জমা-কারীদের অংশে বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করার কারণে গুনাহগার হবে। **নবীয়ে আকরম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “এক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান অপর মুসলমানের জন্য হারাম।” (মুসলিম, ১৩৮৬-১৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৫৬৪)। বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ, কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানের মাল তার অনুমতি ব্যতীত যাতে গ্রহণ না করে, কারো মানহানি যেন না করে, কোন মুসলমানকে যেন অন্যায়ভাবে হত্যা না করে। কেননা এগুলো মারাত্মক অপরাধ। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

কাফেলায় সবাই সমান টাকা জমা করাবেন

মাদানী কাফেলায় সবাই সমান টাকা জমা করাবেন। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে যে ইসলামী ভাইয়ের কাছে টাকা কম থাকবে অন্য ইসলামী ভাই তা পূরণ করে দিবেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আমীরে কাফেলা শুধু অস্পষ্ট ঘোষণা করবেন না বরং একজন একজন থেকে পরিষ্কার ভাষায় অনুমতি নিবেন। হ্যাঁ, তবে কম টাকা জমা-কারীকে চিহ্নিত করে তাকে লজ্জিত করবেন না। উদাহরণ স্বরূপ, আমীরে কাফেলা একজন একজন করে সবাইকে বলবেন: আমরা সবাই জনপ্রতি ৯২ টাকা করে দিয়েছি, কিন্তু একজন ইসলামী ভাই এমনও আছেন যিনি ৬৩ টাকা জমা করিয়েছেন। এখন আপনার পক্ষ থেকে কি অনুমতি আছে যে, সেও খাবার এবং অন্যান্য সব ব্যাপারে আমাদের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে? (এটা বলার পর) যারা যারা অনুমতি দিবেন শুধু তাদের পক্ষ থেকে অনুমতি আছে বলে ধরে নেয়া হবে। ধরা যাক, কোন একজন অনুমতি দিলেন না তবে তার হিসাব পৃথক রাখা জরুরী।

সবার টাকা সমান, কিন্তু সবার খাবার তো সমান হয় না

প্রশ্ন: এটা তো বড় সমস্যা হয়ে গেল যে, যদি সবাই সমান টাকা জমাও করাল, তারপরেও কারো খাবার কম হয় আবার কারো খাবার বেশি হয়। এর কোন সমাধান বলে দিন?

উত্তর: এটা ভিন্ন মাসয়ালা। এ অবস্থায় কম-বেশী খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত **১১৯৬** পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর ৩য় খন্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: অনেক লোক চাঁদা করে খাবার তৈরি করল এবং সবাই মিলে তা আহার করবে। চাঁদা সবাই বরাবর দিল কিন্তু (এখন) খাবার কেউ কম খাবে, কেউ বেশী খাবে, এতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ, মুসাফিররা নিজেদের খাবার একত্রে মিলেমিশে আহার করলেও কোন অসুবিধা নেই, যদিওবা কেউ কম খেয়ে থাকে, কেউ বেশী অথবা কারো খাবার (মানে) ভাল হয়, কারো খুব সাধারণ হয়। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১, ৩৪২)

মাদানী কাফেলা এবং মেহমানদের আপ্যায়ন

প্রশ্ন: **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার সময় অনেক স্থানীয় ইসলামী ভাইদেরকে এবং পথচারীদেরকে খাবারে শরীক করা হয়, এটা কেমন?

উত্তর: আমীরে কাফেলা প্রথম দিন শুরুতেই একজন একজন থেকে এ ব্যাপারেও অনুমতি নিয়ে নিবেন। যদি একজন ব্যক্তিও অনুমতি না দিয়ে থাকেন তবে তার হিসাব পৃথক রাখতে হবে।

কাফেলা শেষে অবশিষ্ট থেকে যাওয়া টাকাগুলোর ব্যয়-খাত কি?

প্রশ্ন: মাদানী কাফেলা শেষে যদি সবার মিলিত টাকা অবশিষ্ট থেকে যায় এগুলো কোন খাতে ব্যয় করা হবে?

উত্তর: আমীরে কাফেলা প্রতিদিনের হিসাব লিখে রাখবেন। শুধুমাত্র নিজের স্মরণের উপর নির্ভর করলে যথেষ্ট ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। (এক্ষেত্রে) ওয়াজিব হচ্ছে: পাই পাই হিসাব করে প্রত্যেকের টাকা প্রত্যেককে ফেরত দিয়ে দেয়া। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি নিজের মর্জিতে নিজের অংশের টাকা কোন নেক কাজের জন্য দান করে দিতে চাই তো দিতে পারবে। পরস্পর পরামর্শ করে এটাও সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, আমরা অবশিষ্ট টাকা এ মসজিদে চাঁদা হিসাবে দিয়ে দিব।

অন্যের খরচে সফর করল, টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেল, কি করতে হবে?

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি অন্য ইসলামী ভাইয়ের খরচে মাদানী কাফেলায় সফর করল, এর মধ্য থেকে কিছু টাকা অবশিষ্ট থেকে গেল তবে কি তা নিজের মর্জিতে কোন নেক কাজে লাগানো যাবে?

উত্তর: করা যাবে না। তিনি তো অন্য কাউকে এই টাকা দ্বারা খাওয়াতেও পারবেন না। তাছাড়া মাদানী কাফেলার প্রয়োজনীয় খরচাদি ছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করতে পারবেন না।

যে টাকা অবশিষ্ট রয়ে গেল তা দাতাকে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় গুনাহগার হবে। এগুলো খরচ করার বৈধ পদ্ধতি হল: নেয়ার সময় তার থেকে স্পষ্ট শব্দাবলী দ্বারা ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার নিয়ে নেয়া। যেমন: তার কাছে এই বলে আবেদন করা যে, 'আপনার টাকা দ্বারা হয়ত অন্য ইসলামী ভাইয়ের খরচ বহন করতে হবে, হয়ত কোন নতুন ইসলামী ভাইকে তুহফা দিতে হবে, হয়ত অবশিষ্ট টাকা **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে অনুদান হিসাবে দেয়া যেতে পারে। সুতরাং দয়া করে প্রত্যেক নেক ও জায়েয কাজে খরচ করার পূর্ণ অধিকার দান করুন।' মাদানী কাফেলায় **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করার সময় নিজের পকেট থেকে ব্যয়কারীর জন্য সাওয়াবও বেশী, বিভিন্ন ধরণের সমস্যাও কম। খরচের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে উভয় জাহানের কল্যাণ অর্জন করুন।

অর্ধেক জীবন, অর্ধেক বুদ্ধি, অর্ধেক জ্ঞান!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুওয়ত, পায়করে জুদো ছাখাওয়াত, সারাপা রহমত, মাহবুবে রাব্বুল ইজ্জত, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(১) ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অর্ধেক জীবনের, (২) মানুষকে ভালবাসা অর্ধেক বুদ্ধি, (৩) ভাল প্রশ্ন অর্ধেক জ্ঞানের।" (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৫৬৮)

এই হাদীসে পাকের তিন অংশের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! এটা কতই না আশ্চর্যময় মহান ফরমান! (১) সুখী জীবনের ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর হয়ে থাকে, উপার্জন করা এবং ব্যয় করা। এদুটির মধ্যে খরচ করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপার্জন সবাই করতে জানে কিন্তু খরচ (ব্যয়) করা খুব কম লোকই জানে। যার খরচ করার পদ্ধতি জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, সে আজীবন সুখে থাকবে। (২) বুদ্ধির সমস্ত কাজ একদিকে এবং মানুষকে ভালবাসা দিয়ে আপন করে নেয়া অন্যদিকে। মানুষের ভালবাসা দ্বারা ধর্মীয় এবং পার্থিব হাজার হাজার কাজ সম্পাদন করা যায়। (প্রথমে) মানুষের অন্তরে নিজের ভালবাসা সৃষ্টি করে নাও, অতঃপর তাদেরকে (নেকীর দাওয়াত দিয়ে) নামাযী, হাজ্বী, গাজী (যা চাও) বানাতে পারবে। কিন্তু স্মরণ রাখবে! মানুষের ভালবাসা অর্জন করার জন্য **আল্লাহ্ তা'আলা** ও **তাঁর রাসুলকে** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট করবে না বরং মানুষের সাথে ভালবাসা **আল্লাহ্ তা'আলা** ও **তাঁর রসুলের** সন্তুষ্টির জন্য হওয়া চাই। (৩) জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে: ছাত্রের প্রশ্ন ও শিক্ষকের উত্তর। এ দুটি মিলেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। ছাত্র যদি প্রশ্ন ভাল করে (করতে জানে) তবে সে উত্তরও ভাল (করে) পাবে। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৩৪-৬৩৫ পৃষ্ঠা)

গরীবদের জন্য টাকা পেল, ধনীদের জন্য খরচ করে ফেলল, এখন কি করবে?

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি কোন এলাকার মাদানী কাফেলা যিম্মাদারকে এ বলে কিছু টাকা দিল যে, আপনি এই টাকাগুলো দিয়ে গরীব ইসলামী ভাইদেরকে সফর করাবেন। এখন কাফেলা যিম্মাদার কিছু নতুন ধনী ইসলামী ভাইদেরকেও সফর করাল এই নিয়্যতে যে, তারা যেন মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় শরীয়াতের হুকুম কি?

উত্তর: এই ধরণের যিম্মাদার প্রকৃত যিম্মাদার হতে পারেনা এবং এই ধরণের ভুলের কারণে সে গুনাহগারও হবে। তাকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে এবং তার উপর তাওবা ওয়াজিব। হ্যাঁ, ঐ টাকা-দানকারী চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। যদি তিনি ক্ষমা না করেন তাহলে যত টাকার অপব্যবহার হয়েছে তত টাকা নিজ পকেট থেকে আদায় করতে হবে। অথবা নিজ পকেট থেকে পরিশোধ করা টাকাগুলো খরচ করার জন্য নতুন ভাবে অনুমতি নিতে হবে। তাই যখন কেউ 'গরীবদের' শর্তারোপ করে চাঁদা পেশ করেন তখন চাঁদা গ্রহণ করার পূর্বে তাকে পরিষ্কার ভাষায় এই বাক্যটি বলে দেয়া উচিত যে, আপনি গরীবদের শর্ত দূর করে প্রত্যেক নেক ও জায়েয কাজে খরচ করার কুল্লী ইখতিয়ারাত (পূর্ণ অধিকার) দান করুন। চাই আপনার দেয়া চাঁদা দ্বারা কোন গরীব লোক সফর করুক বা কোন ধনী লোক, চাই কারো পূর্ণ খরচ আদায় করা হোক বা কারো আংশিক খরচ, চাই এর দ্বারা মসজিদের কোন মুসল্লিকে মেহমান হিসাবে আপ্যায়ন করা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে একথাটি স্মরণ রাখবেন চাঁদা পেশ কারী যদি এর প্রকৃত মালিক হন, তবে তার হ্যাঁ বলাটা কার্যকর হবে। আর যদি সে প্রকৃত মালিক না হন বরং প্রকৃত মালিকের চাকর, ভাই কিংবা পুত্র ইত্যাদি, তবে তার হ্যাঁ বলাটা কার্যকর হবে না। সুতরাং প্রকৃত মালিক থেকে কুল্লী ইখতিয়ারাত (পূর্ণ অধিকার) নিতে হবে। হ্যাঁ তবে মালিক যদি শুরু থেকেই এসব অনুমতি সহকারে তার প্রতিনিধিকে প্রেরণ করে থাকেন, তবে তার পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়াটা অর্থাৎ হ্যাঁ বলাটা গ্রহণযোগ্য হবে।

মাদানী কাফেলার জন্য পাওয়া টাকা অন্যান্য দ্বীনি কাজে...........?

প্রশ্নঃ মাদানী কাফেলায় সফর করানোর খাতে জমা হওয়া টাকা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য মাদানী কাজে খরচ করা যাবে কি যাবে না?

উত্তরঃ করা যাবে না। তা পৃথক ভাবে রাখতে হবে।অন্যান্য মাদানী কাজে খরচ করলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাওবা করতে হবে। সুবিধা এরই মধ্যে রয়েছে যে, চাঁদা কোন নির্দিষ্ট খাতের জন্য গ্রহণ না করে (পূর্ণ অধিকার সহকারে গ্রহণ করা) দানকারীর খেদমতে সর্বদা এ নিরাপদ বাক্যটি পেশ করার অভ্যাস গড়ে তলুন যে, "মেহেরবানি করে আপনি আমাদেরকে যে কোন নেক ও জায়েয কাজে খরচ করার অনুমতি দিন।"

চাঁদার টাকা খরচ করে ধনীদেরকে ইজতিমায় নিয়ে যাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: কোন ইসলামী ভাই গরীব ইসলামী ভাইদেরকে তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সালানা ইজতিমায় (সাহারায়ে মদীনা) মুলতানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন যিম্মাদারকে কিছু চাঁদা দিল, কিন্তু যিম্মাদার ইসলামী ভাই গরীব ইসলামী ভাইদেরকে না নিয়ে নিজের সম্পদশালী বন্ধুদেরকে নিয়ে গেল, সে তার একাজের জন্য এখন লজ্জিত, তাকে কি করতে হবে?

উত্তর: চাঁদা যে খাতে দেয়া হয় ঐ খাতে খরচ করা ওয়াজিব। প্রতিনিধি (যিম্মাদার) খিয়ানত করেছে। সে যত টাকা সম্পদশালীদের জন্য খরচ করেছে তত টাকা নিজের পকেট থেকে চাঁদা দাতাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়ে দিবে এবং তাওবাও করবে। এই মূলনীতিটা সর্বদা স্মরণ রাখবেন, "চাঁদা দাতা শরীয়াতের সীমার ভিতরে থেকে যেভাবে বলে সেভাবেই করতে হয়।" এখন যেহেতু সে গরীবদের শর্তারোপ করল তাই গরীবদেরকেই দিতে হবে। যদি চাঁদা দাতা বলে থাকে, 'আমার চাঁদা দ্বারা শুধু ভাড়া দেয়া হবে', তাহলে তার চাঁদা দ্বারা শুধু ভাড়াই দেয়া যাবে খাবারের ব্যবহার করা যাবে না। যদি সে বলে দেয়, "এই টাকা দ্বারা অমুক অমুককে সালানা ইজতিমাতে নিয়ে যাবে", তবে শুধু তাদেরকেই নিয়ে যাওয়া যাবে আর কাউকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

যদি তারা না যায় অথবা যে কোন উপায়ে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। নির্দিষ্ট এলাকাবাসীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললে অন্য এলাকাবাসীদের নিয়ে যাওয়া যাবে না। মোটকথা, চাঁদাতে না নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে, না শরয়ী অনুমতি ব্যতীত তা থেকে এক লুকমাও নিজে খেতে পারবে, না অন্যকে খাওয়াতে পারবে। অন্যথায় আখিরাতে এর জন্য পাকড়াও করা হবে।

ওয়াকফের মালের অপব্যবহারের শাস্তি

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি ওয়াকফের মালের অপব্যবহার করে তার জন্য কোন সতর্কবাণী শুনিয়ে দিন?

উত্তর: দু'টি হাদীসে মোবারক পড়ুন: (১) **মাহবুবে রাব্বুল ইবাদ, রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিছু লোক **আল্লাহ্ তা'আলার** সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত রয়েছে।" (বুখারী, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩১১৮) (২) **হুযুর সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাচ্ছাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কিছু লোক রয়েছে যারা **আল্লাহ্** ও **তাঁর রাসুলের** সম্পদ থেকে যা চাই তা নিজের কাজে ব্যবহার করে ফেলে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দোযখের আগুন রয়েছে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৫-১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৩৮১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মাদানী কাফেলা বা সালানা ইজতিমার জন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: মাদানী কাফেলায় সফর বা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়ার ভাড়া ইত্যাদি কারো থেকে ভিক্ষা করে নেয়া কেমন?

উত্তর: মাদানী কাফেলায় সফর বা সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে যাওয়ার ভাড়া বা অন্যান্য খরচের জন্য কারো কাছে ভিক্ষা করা মিসকিন (একেবারে অসহায়) ব্যক্তির জন্যও হালাল নয়। কেননা একাজগুলো একান্ত জরুরী বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি হজ্ব, ওমরা এবং সফরে মদীনার জন্যও ভিক্ষা করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ফরমানের সারমর্ম (অনেকটা এরকম): যাদের জন্য ভিক্ষা করা হালাল নয়, তারা ভিক্ষা চাইলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও কিছু দেয়া কোন সাওয়াবের কাজ নয় বরং গুনাহের কাজ এবং গুনাহের কাজে সহযোগিতার নামান্তর। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা) **সরদারে মদীনা, সুলতানে বা-করীনা, কারারে কলবো সীনা, ফয়জে গঞ্জীনা, ছাহিবে মুয়াত্তার পসীনা, বায়েছে নুযুলে ছকীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা করে অথচ না তার নিকট উপবাস পৌঁছেছে এবং না তার এত সন্তান-সন্ততি যে তাদের (ভরণ-পোষণের) শক্তি সামর্থ্য সে রাখে না, (ঐ ব্যক্তি) কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে তার চেহারায় মাংস থাকবে না।"

(ইমাম বায়হাকী প্রণীত শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৫২৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বর্ণনা করেছেন: কিছু ইয়েমেনবাসী হজ্বের জন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াই রওয়ানা হয়ে যেত এবং নিজেকে নিজে **আল্লাহ্**র উপর ভরসাকারী বলে বেড়াত, আর মক্কায়ে মুকাররমায় পৌঁছে তারা ভিক্ষা করা শুরু করে দিত। কখনো কখনো তারা আত্মসাৎ এবং খিয়ানতও করে বসত। তাদের ব্যাপারে এই আয়াতে করীমাটি নাযিল হল এবং হুকুম হল যে, সাথে পাথেয় নিয়ে চল এবং অন্যদের উপর বোঝা চাপিও না এবং ভিক্ষা করো না। যেহেতু উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া (খোদা-ভীতি)। আয়াতে করীমাটি হল:

وَتَزَوَّدُوۡا فَاِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوٰی **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর পাথেয় সাথে নাও, কারণ নিশ্চয় উত্তম পাথেয় হচ্ছে খোদাভীরুতা। (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত নং ১৯৭। খাযায়িনুল ইরফান, ৬৭ পৃষ্ঠা)

ইজতিমার বিশেষ ট্রেনের জন্য পাঁচটি মাদানী ফুল

প্রশ্ন: সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক সালানা ইজতিমাতে বিভিন্ন শহর থেকে সাহারায়ে মদীনা মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফের উদ্দেশ্যে গমনকারী বিশেষ ট্রেনসমূহের ব্যাপারে শরীয়াতের আলোকে যিম্মাদার ইসলামী ভাইদের জন্য কিছু মাদানী ফুল প্রদান করুন?

উত্তর: (১) যতগুলো সীট বুকিং দিয়ে ভাড়া আদায় করেছেন এর চেয়ে অতিরিক্ত একজন ইসলামী ভাইও বিনা ভাড়ায় বসাবেন না, অন্যথায় গুনাহগার হবেন।

(২) ট্রেন কর্তৃপক্ষ আসা-যাওয়ার যে সময় নির্ধারণ করেছেন, সে ব্যাপারে যাতে কোন ধরণের অলসতা করা না হয়। দেরী করার দ্বারা বিশৃঙ্খলা হয় এবং ধর্মীয় লেবাসধারী লোকদের বদনাম হয়। যদি কারো অপেক্ষা না করে নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়া হয়, আর কিছু অভ্যাসগত অলস ব্যক্তিরা আরোহণ করতে নাও পারে তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ভবিষ্যতে ট্রেন কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণ সবার মনে যিম্মাদার ইসলামী ভাইদের উপর আস্থা বেড়ে যাবে এবং সব ব্যবস্থা মদীনা মদীনা হয়ে যাবে। জ্বী, হ্যাঁ, জনসাধারণদের আস্থা বহাল রাখাও জরুরী। যদি কারো আসতে দেরী হওয়ার কারণে যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়েরা ঘোষিত সময়ে যাত্রা শুরু করার ব্যাপারে অলসতা করেন এবং যারা এখনো আসেনি তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন তবে যারা ঠিক সময়ে চলে এসেছেন তারা যিম্মাদারদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারেন এবং হতে পারে তারা গীবত, অপবাদ দেয়া ইত্যাদি গুনাহতেও লিপ্ত হতে পারে, ভবিষ্যতে আসতে ইতস্তত করতে পারে এবং তারাও দেরীতে আসাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। ফলস্বরূপ, সুন্নাতে ভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বদনাম হতে পারে। সর্বদা যে কোন কাজের ব্যাপারে সময় সেটা দিবেন যা আপনি ঠিক রাখতে পারবেন, অতঃপর ঐ টাইমিংকে মেনে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। (৩) সফরের মাঝ পথে প্লাটফরমে নামায আদায় করতে এত বেশী সময় নিবেন না যে ট্রেনের টিটি বা কর্মচারীরা খারাপ ধারণা আনে এবং গুনাহে ভরা, কটাক্ষ পূর্ণ, ঘৃণ্য ভাষা ব্যবহার করা শুরু করে।

(৪) ট্রেনের ছাদে বা বাইরের অংশে আরোহণ করে যেন কেউ সফর না করে। কেননা তা সরকারী আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি নিজের জীবনের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। (৫) লম্বা সফর এবং ইসলামী ভাইদের আধিক্যের কারণে নিঃসন্দেহে অনেক বিরক্তিকর পরিস্থিতির শিকার হতে পারেন, কিন্তু সর্বাবস্থায় ট্রেনের কর্মচারীদের সঙ্গে নম্রতা নম্রতা এবং শুধু নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারই করে যাবেন। অন্যথায়, খারাপ ব্যবহার, মনোমালিন্য, বদনাম এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। ধরা যাক, ট্রেনের কোন কর্মচারী আপনার সাথে মন্দ ব্যবহার করল তবুও আপনি কখনো ইটের জবাব পাথর দ্বারা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, অপবিত্রতাকে অপবিত্র বস্তু দ্বারা নয় বরং পানি দ্বারাই পবিত্র করা যায়। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে কাজ করুন এবং কলা-কৌশলের সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করুন। রাগান্বিত হয়ে গালিগালাজ করা, পাথর বর্ষণ করা, ভাংচুর করা, সরকারী কোন সম্পদ, স্থাপনা ইত্যাদি জ্বালিয়ে দেয়া, গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পূর্ণ মূর্খতা, সীমাহীন বোকামি এবং শরীয়াত ও সুন্নাত বিরোধী হারাম কাজ, যার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। আমার আক্বা আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফিকাহ শাস্ত্রের একটা মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: اَلْمُنْكَرُ لَا يُزَالُ بِمُنْكَرٍ অর্থাৎ, গুনাহকে গুনাহ দ্বারা দূর করা যায় না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

পার্থিব আইন-কানুন মেনে চলা কি জরুরী?

প্রশ্ন: পার্থিব আইন-কানুন মেনে চলা কি জরুরী?

উত্তর: পার্থিব এমন আইন যা শরীয়াত বহির্ভূত নয় তা মেনে চলা জরুরী। কেননা আইন লঙ্ঘনের কারণে যদি গ্রেফতার হতে হয়, তবে অপমানিত হওয়া, মিথ্যা বলা, ঘুষ দেয়া ইত্যাদি গুনাহতে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৯তম খন্ডের, ৯৩ পৃষ্ঠার মধ্যে বলেছেন: কোন আইন লঙ্ঘন করে নিজেকে নিজে অপমানের জন্য পেশ করাও নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া নিজেকে নিজে অপমানের জন্য পেশ করে সে আমার দলভূক্ত নয়। (আল-মুজামুল আউছাত, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৭১)

জামানত বাজেয়াপ্ত করা কেমন?

প্রশ্ন: বাস, কোচ, জিপ ইত্যাদি যানবাহন বুকিং করানোর সময় পরস্পরের মধ্যে এটা চূড়ান্ত করে নেয়া কেমন যে, 'যদি আমরা বুকিং বাতিল করি তবে আমাদের অগ্রিম দেয়া টাকা আপনারা রেখে দিবেন আর যদি আপনারা বুকিং বাতিল করেন তবে আমরা যত টাকা দিলাম এর দ্বিগুণ টাকা আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে।'

উত্তর: গাড়ি কর্তৃপক্ষ যদি যাত্রা বাতিল করে, তবে তাদের থেকে ডবল (দ্বিগুণ) টাকা ফেরত নেয়া যাবে না, কারণ এটা আর্থিক জরিমানা। আর আর্থিক জরিমানা নাজায়েয।

ফুকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی বলেছেন: 'সঠিক মাযহাব অনুযায়ী আর্থিক জরিমানা নেয়া যাবে না।' (আল বাহরুর রায়িক, ৫ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)। গাড়ির ড্রাইভারদেরও উচিত, জামানত হিসেবে নেয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেয়া, অন্যথায় গুনাহগার হবে।

আসা-যাওয়ার জন্য রিজার্ভ করা গাড়ির ব্যাপারে কিছু সাবধানতা

প্রশ্ন: সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদির জন্য আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে রিজার্ভ করা বাস, জিপ বা অন্য যানবাহন ইত্যাদি ইজিতিমা শেষে ফিরে আসতে কিছুটা দেরী হলে ড্রাইভার যাতে অসন্তুষ্ট না হন এর জন্য কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে?

উত্তর: আসা-যাওয়ার সময়টি ঘড়ির সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করুন। সময় সেটাই দিবেন যা আপনি মেনে চলতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করা উচিত নয়। এটা অনর্থক অভিযোগ যে ইসলামী ভাইয়েরা সময়মত পৌঁছে না! ইসলামী ভাইদের অভ্যাস কে খারাপ করল? তারা কি তাদের প্রয়োজনীয় সফরের সময় বাস-ট্রেন ইত্যাদিতে দেরীতে পৌঁছে থাকে! নিশ্চয়ই নয়! বরং হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছে যায়! তবে তারা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়ার বাসে কেন দেরীতে আসে? আসল কথা হচ্ছে, কিছু নির্বোধ ইসলামী ভাইয়েরা এ ব্যাপারে নিজেরাই অলসতা করে থাকেন। অমুকের অমুকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, কখনো নিজের জন্য দাঁড় করিয়ে রাখেন। এভাবে দেরী করার রোগ সৃষ্ট হয়ে যায়।

এরূপ হওয়া উচিত যে, যে আসল আসল, আর যে আসেনি আসেনি, যিম্মাদারদের উচিত কারো অপেক্ষা না করে বাস ছেড়ে দেয়া। এভাবে করতে থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনার অধীনের ইসলামী ভাইদের মন-মানসিকতা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পাঁচ-সাত মিনিট দেরী হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই যদি ড্রাইভার বা সময়মত চলে আসা ইসলামী ভাইদের জন্য তা কষ্টকর না হয়। বিশেষ করে বড় ইজতিমাগুলোতে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। ইজতিমা শেষে সবাই এক সাথে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে প্রচন্ড ভিড় দেখা দেয়। আর এ কারণে গাড়ি রাখার স্থলে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক সময় দেরী হয়ে যায়। তাই প্রথমেই অনুমান করে এক-আধ ঘণ্টা সময় অতিরিক্ত নির্ধারণ করা ভাল। মনে করুন, ১০ টায় ইজতিমা শেষ হয়ে যাবে, তারপরও সময় ১১ টা পর্যন্ত নির্ধারণ করে নেয়া উচিত। এরপর ড্রাইভারদেরকে বলে দিবেন যে, হয়ত আমরা এর আগেই পৌঁছে যেতে পারি, যদি ভাল মনে করেন তাহলে বাস ছেড়ে দিতে পারেন, আর যদি ছেড়ে না দেন, তবে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ ১১টা পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে। এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যথেষ্ট সহজ হবে।

নির্ধারিত যাত্রীর চেয়ে অতিরিক্ত যাত্রী বসানো

প্রশ্ন: বাস বুকিং করা হল এবং কথা দেয়া হল যে ৪০ জন যাত্রীই বসাব, কিন্তু যাত্রা শুরু করার সময় ৪১ জন হয়ে গেল, কি করতে হবে?

উত্তর: সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফ্‌তী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেছেন: এ ধরণের অবস্থায় মূলনীতি হচ্ছে, লেনদেনের মাধ্যমে যখন কোন নির্দিষ্ট উপকার অর্জনের হক (অধিকার) হাসিল হয়, তখন ঐ উপকার বা ঐ ধরণের অন্য কোন উপকার অথবা এর চেয়ে কম উপকার ভোগ করা জায়েয, কিন্তু এর চেয়ে বেশী ভোগ করা জায়েয নয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৪তম হিস্‌সা, ১৩০ পৃষ্ঠা)। ফিকাহের এই মূলনীতি দ্বারা জানা গেল যে, যতজন যাত্রী বসানোর কথা ছিল ততজন বা এর চেয়ে কম যাত্রী বসানো জায়েয কিন্তু এর চেয়ে বেশী বসানো নাজায়েয। হ্যাঁ, যদি কোন এলাকায় প্রচলন থাকে যে, এভাবে দুই-চার জন বেশী হওয়াতে কোন আপত্তি করা হয় না, তবে ৪০ এর স্থলে ৪১ জন বসালে কোন অসুবিধা নেই। তবে সুবিধা হচ্ছে যাত্রীর সংখ্যা না বলে সম্পূর্ণ গাড়ি বুকিং করে নেয়া। যেভাবে আমাদের দেশে বিবাহের যাত্রীগমণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাস বুকিং করা হয় এবং এতে যাত্রীদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় না।

ট্রেনেও নির্ধারিত যাত্রীই বসাবেন

প্রশ্ন: যদি ট্রেনের সম্পূর্ণ ডাব্বা বুকিং করানো হয় তবে কি আমরা যতজন চাই ততজন যাত্রী বসাতে পারব?

উত্তর: এক ডাব্বা বুকিং করানো হোক বা সম্পূর্ণ ট্রেন যতজন যাত্রী বসানোর নিয়ম রয়েছে এবং যতজন যাত্রীর ভাড়া আদায় করেছেন শুধু ততজন যাত্রীই বসাতে পারবেন, এর চেয়ে একজন যাত্রীও বিনামূল্যে বেশী বসালে গুনাহগার হবেন এবং দোযখের হকদার হবেন।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কি নিজেদের চাঁদা ধর্মীয় কাজে খরচ করতে পারবে?

প্রশ্ন: সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ যে সমস্ত চাঁদা জনহিতকর কাজের জন্য সংগ্রহ করেছে তা ধর্মীয় কাজে খরচ করা যাবে কি যাবে না?

উত্তর: সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে লোকজন জনহিতকর বা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করার জন্য চাঁদা দিয়ে থাকে, সুতরাং তারা চাঁদা অর্থাৎ নফল সদকা দাতার অনুমতি ব্যতীত ধর্মীয় কাজে খরচ করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ তাদেরকে গরীব, অসহায়, ইয়াতিমদের মাঝে মাংস বন্টন করার জন্য ছদকার যে ছাগল ইত্যাদি দেয়া হয় তা দ্বীনী মাদ্‌রাসায় দিতে পারবে না। দিলে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

ইয়া রব্বে মুস্তফা! আমাদেরকে ফরয জ্ঞান সমূহ অর্জন করার উৎসাহ দান কর। ইয়া **আল্লাহ্**! দ্বীনের খিদমতের জন্য প্রয়োজনের সময় সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে শরীয়াত মোতাবেক আমাদেরকে খুব ভালভাবে চাঁদা সংগ্রহের এবং তা সঠিক খাতে ব্যয় করার সৌভাগ্য দান কর। ইয়া **আল্লাহ্**! আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী বানিয়ে নাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে **আক্বা** ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৭ই শা'বানুল মুআজ্জম, ১৪২৯ হিঃ
10-8-2008

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে পাক	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	তারীখে বাগদাদ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
নুরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানী, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	শারহুস ছুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রযা, হিন্দ (ভারত)
খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত	মিরকাতুল মাফাতীহ	দারুল ফিকর, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	আশিআতুল লুমআত	কুয়েটা
তিরমিযী	দারুল ফিকর, বৈরুত	মিরআতুল মানাযীহ	যীয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
আবু দাউদ	দারু আহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	বাহরুর রায়িক	কুয়েটা
ইবনে মাযাহ	দারুল মা’রিফা, বৈরুত	দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার	দারুল মা’রিফা, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত	আলমগিরী	দারুল ফিকর, বৈরুত
মু’জামুল আউসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত	গামজে উয়ুনুল বাছায়ের	বাবুল মদীনা, করাচী
মু’জামুল কবীর	দারু আহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
হিলয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া	মাকতাবায়ে রযা, বাবুল মদীনা, করাচী
জামে সগীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
ইবনে আসাকীর	দারুল ফিকর, বৈরুত		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতেভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

রফিকুল হারামাইন

নেকীর দাওয়াত

আহত সাপ

নেককার হওয়ার উপায়

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net